এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ পর্যটনে নতুন লোগো, ব্র্যান্ডিং-সহ একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
তিলক মুছে দেওয়ার অভিযোগে শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড ও এফআইআর ৩

কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.09.2026, Vol. 20 Issue No. 86, 8 Pages, Price 3.00

বন্ধুত্বের মেলোডি, মেলোনিকে শুভেচ্ছা মোদীর

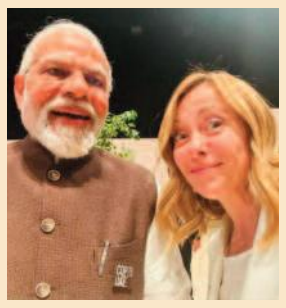

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইতালিতে এক টানা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার রেকর্ড গড়লেন জর্জিয়া মেলোনি। আর সেই নজির স্থাপনের দিনে শুভেচ্ছাবার্তা পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফে। সমাজমাধ্যমে মেলোনিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদী লিখেছেন, 'ইতালির যুদ্ধ-পরবর্তী ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে একটানা দায়িত্ব পালনকারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আমার বন্ধু মেলোনিকে অভিনন্দন। এই নজির হল তাঁর নেতৃত্বের প্রতি ইতালির জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী থেকেছেন মেলোনি। ইতালির প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারপর কেটে গিয়েছে ১৪১৩ দিন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব সামলেছেন মেলোনি। দেশের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ সময়। এর আগে দীর্ঘতম সময়ের জন্য ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সিলভিও বেরলুচোনি। দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৪১২ দিন ধরে দায়িত্বে ছিলেন। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৬৮টি সরকার গঠন হয়েছে ইতালিতে।

এহেন পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী থেকে নজির গড়েছেন মেলোনি। তাঁর কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মেলোনিক অনেক শুভেচ্ছা জানাই, যুদ্ধোত্তর ইতালিতে দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য। ইতালির মানুষ তাঁর উপর কতখানি আস্থা রাখেন, তার প্রমাণ মিলল এই নজির থেকে। ভারত এবং ইতালির সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলতে মেলোনির বন্ধুত্বের ভূমিকা অপরিসীম। দুই দেশের জন্য সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ গড়তে আমাদের এই বন্ধুত্ব আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। ভবিষ্যতের জন্য মেলোনিকে অনেক শুভেচ্ছা।'

বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য, ডিভিসিকে 'ক্লিনচিট' মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে ডিভিসির ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'ডিভিসি খুব ভালো কাজ করছে। একটি বাঁধও ভাঙেনি।' অতিবৃষ্টির কারণে জলাধারের ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে গেলে জল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শুক্রবার দুপুরে জলসম্পদ ভবনে বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর সাংবাদিকদের তিনি জানান, মালদহের মানিকচকের ভূতনি এলাকায় গঙ্গাভাঙনে এখনও ১৯টি গ্রামের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। সেখানে আটটি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। তিনবেলা খাবার, পানীয় জল-সহ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেচমন্ত্রী জুয়েল মুর্মু, স্থানীয় বিধায়ক এবং জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

হাওড়ার আমতা ও উদয়নারায়ণপুর এবং হুগলির খানাকুল, জাঙ্গিপাড়া ও গোঘাটের কয়েকটি এলাকায় নদীর জল এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। তবে নতুন করে ভারী বৃষ্টি না হলে জলস্তর কমতে শুরু করবে বলে সেচ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী, পানীয় জল, রেশন, ত্রিপল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ, স্পিডবোট ও দেশি নৌকো মোতায়েন রয়েছে। সাপের উপদ্রবের আশঙ্কায় পর্যাপ্ত অ্যান্টি-ভেনমও মজুত রাখা হয়েছে।

মালদহে রেললাইনে ধসের জেরে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য বর্তমানে ২০টি বাস চালানো হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে সরকারি খরচে হোটেল বা লজে থাকার ব্যবস্থাও করা হবে।

শুক্রবার রাজ্যের কয়েকটি জেলাতে বন্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিম্ন দামোদর এলাকার বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া এবং

পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশে কোনও বাঁধ ভাঙেনি। তাঁর দাবি, স্লুইস গেট এবং ড্যামগুলিও ঠিকঠাক কাজ করছে। যদিও কয়েকদিন ধরে চলা একটানা বৃষ্টিতে জলাধারে বিপুল পরিমাণ জল জমায় গত দু'দিন ধরে ডিভিসিকে এক লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়তে হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে হুগলির আরামবাগ মহকুমার সাতটি ব্লক ও ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতার কিছু এলাকায়। যদিও ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে অতীতের রাজনৈতিক চাপানউতোরের প্রসঙ্গও ওঠে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর 'ম্যান-মেড বন্যা' সংক্রান্ত সমালোচনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, জলাধারের ধারণক্ষমতার একটা সীমা রয়েছে। সেই সীমা পেরিয়ে গেলে জল ছাড়ার বিকল্প থাকে না। তাঁর কথায়, 'ডিভিসি খুব ভাল কাজ করছে। একটাও বাঁধ ভাঙেনি। আগের মতো বালির ব্যাগ নিয়ে উৎসব করতে হচ্ছে না। ড্যামের ক্যাপাসিটির বাইরে বৃষ্টি হলে জল তো ছাড়বেই।'

ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড্যামের ধারণক্ষমতার বাইরে বৃষ্টি হলে জল ছাড়তেই হয়। এক লক্ষের বেশি কিউসেক জল ছাড়া হলে তার প্রভাব পড়বে, তবে তা মোকাবিলার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, "জল ছাড়লেই 'ম্যান-মেড বন্যা' বলে দোষ চাপানোর রাজনীতি আমি করি না। বাস্তব পরিস্থিতি মেনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়।"

শুক্রবার গঙ্গার ভাঙন নিয়েও নতুন রাজ্য সরকারের বিস্তারিত পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের গঙ্গার পাড় ভাঙনের এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজ্যের সরকার কানপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করছে বলে জানান তিনি। এছাড়াও জলশক্তি মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরির কথাও জানিয়েছেন তিনি।

ফরাক্কায় রেললাইনে ফের ধস
যাত্রীদের দুর্ভোগে রক্ষাকর্তা শুভেন্দু
ট্রেনে জল-খাবার, বিনামূল্যে বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফরাক্কায় নিউ ফরাক্কা রেল স্টেশনের কাছে রেললাইনে শুক্রবার ফের ধস নামায় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রেল যোগাযোগ ব্যাহত হয়। শুক্রবার ফের ধসের জেরে বেঁকে গিয়েছে ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনের খুঁটি। একাধিক ট্রেন বাতিল হওয়ার পাশাপাশি মালদহ ও মুর্শিদাবাদ বিভাগে আটকে পড়েছেন বহু যাত্রী। তাঁদের ভোগান্তি কমাতে ট্রেনেই জল ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেই শুক্রবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয় আটকে পড়া যাত্রীদের নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বিনামূল্যে ২০ টি সরকারি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার, এমনটাই জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার থেকে রেললাইনে মেরামতির কাজ চলার মধ্যেই শুক্রবার ফের ধস নামায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। কলকাতা, মালদহ এবং শিলিগুড়ির মধ্যে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় বিভিন্ন স্টেশন ও পথে আটকে পড়েছেন যাত্রীরা। তাঁদের বিকল্প পথে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পরিবহণ দপ্তর একাধিক রুটে অতিরিক্ত বাস চালানোর ব্যবস্থা করছে বলেই সূত্রের খবর ।

কলকাতা-শিলিগুড়ি রুটে ২৩টি অতিরিক্ত বাস নামানো হয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার দিকে ১৮টি বাস চলবে। দুর্গাপুর-বালুরঘাট রুটে দেওয়া হয়েছে আরও দু'টি বাস। মালদহ-কলকাতা রুটে পাঁচটি বাস বিশেষ পরিষেবা দেবে। শুক্রবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে যাত্রা করবেন, এমন যাত্রীদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতার এসপ্ল্যানেড বাস টার্মিনাস থেকে শিলিগুড়ির এনজেপি বাস টার্মিনাস পর্যন্ত বিশেষ বাস চালানো হচ্ছে। বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর এই বাস পরিষেবা পাওয়া যাবে।

এদিকে ফরাক্কায় আটকে থাকা যাত্রীদের জন্য ট্রেনের মধ্যেই জল ও খাবারের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। আটকে থাকা যাত্রীদের তাঁদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিতে ২০টি সরকারি বাস রাখা হয়েছে। ওই বাসে যাতায়াতের জন্য যাত্রীদের কোনও ভাড়া দিতে হবে না।

রেললাইনে মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে বলেই পূর্ব রেল সূত্রে জানান হয়েছে। একই সঙ্গে আটকে থাকা যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিয়ে প্রশাসনের তরফেও নজর রাখা হচ্ছে। নবান্নর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীও শুক্রবার যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বাস দেন।

অলৌকিকে পুনর্জন্ম, নেপালের সুড়ঙ্গে জীবিত উদ্ধার দুই শ্রমিক

কাঠমান্ডু, ৪ সেপ্টেম্বর: কথায় বলে, রাখে হরি মারে কে। সেটাই সত্যি হল নেপালের ত্রিশূলী হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্টের দুই কর্মীর জীবনে। হড়পা বানে নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ৯ দিন কাদামাটি চাপা পড়ে থাকার পরেও আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছেন ওই দু'জন। শুক্রবার জীবিত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে। আশা ছেড়ে দেওয়া দুই কর্মীর পরিবারে এখন খুশির হাওয়া।

নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদান গুরুং জানিয়েছেন, শুক্রবার উদ্ধার করা হয়েছে কবীর মহাজন এবং সঞ্জয় শাহকে। তাঁরা দু'জনেই ত্রিশূলী ৩-এ হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্টে কর্মরত ছিলেন। গত ২৬ অগস্ট ভয়ংকর হড়পা বানের সময় কাজ করছিলেন। আচমকাই কাদামাটির স্তূপে চাপা পড়েন। ওই অবস্থাতেই ৯ দিন পড়েছিলেন। তাঁরা যে বেঁচে থাকতে পারেন, কেউই আশা করতে পারেননি। অবশেষে শুক্রবার ধ্বংসস্তূপ থেকে দেহ বের করতে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল।

৪৫ বছর বয়সি কবীর মহাজন সুপারভাইজার হিসাবে কাজ করছিলেন হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্টে। যখন তাঁকে উদ্ধার করা

নেপালের সুড়ঙ্গ থেকে ৯ দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে ২ শ্রমিককে।

হয় তখনও জ্ঞান ছিল কবীরের। আপাতত কাঠমান্ডুর সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। কবীরের ভাই আমির বলছেন, 'মনটা অনেক ভারমুক্ত হল, আমি খুব খুশি।' তবে ৩০ বছর বয়সি কর্মী সঞ্জয়ের চেতনা নেই। কাঁধে চাপিয়ে তাঁকে বের করে আনেন উদ্ধারকারীরা। কাঠমান্ডুর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। উল্লেখ্য, ওই এলাকায় অন্তত ১৫০ জন চাপা পড়েছেন বলে অনুমান। দু'জনকে উদ্ধারের পর বাকিদের অনেককেও জীবিত অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে বলে আশা উদ্ধারকারীদের।

রাসুয়ার লাংটাং খোলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে অবশ্য ত্রিশূলীর মতো কোনও 'অসাধ্যসাধন' হয়নি। সেখানে সুড়ঙ্গে ১৫০ মিটার এগিয়ে সেনাবাহিনী দু'জন শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করেছে। ভিতরে আরও শ্রমিক আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা। ওই প্রকল্পে ৪১ জন কাজ করছিলেন। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত নেপালে ১২৫৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৫০৫৩ জন এখনও নিখোঁজ। তাঁদের মধ্যে অনেক ভারতীয় পর্যটকও রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে ৬৫৪১ জনকে। ভয়ংকর দুর্যোগে কত বাড়ি, অফিস, সেতু, দোকান-বাজার ভেঙেছে, তার স্পষ্ট হিসাব এখনও প্রশাসনের কাছে নেই। মনে করা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত ১২ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনও বহু এলাকায় পৌঁছতে পারেননি উদ্ধারকারীরা। ফলে আগামী দিনে হতাহতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফিরতে চান শেখ হাসিনা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: সঙ্কটাপন্ন দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে যে কোনও মূল্যে ফিরতে চান ঢাকায়। ফাঁসির সাজার পরোয়া করেন না তিনি। নিউজ১৮-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা। স্বেচ্ছানির্বাসিত নেত্রী ফের জানিয়েছেন, ডিসেম্বরেই দেশে ফিরতে চান তিনি।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০২৪ সালের জুলাই-অগস্ট আন্দোলনপর্বে হত্যা ও মানবতাবিরোধী 'অপরাধে' হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে। তবুও তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আদালতের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল।

তিনি এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য দেশত্যাগী নেতার ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন কি না, সরাসরি সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেননি হাসিনা।

সফল উৎক্ষেপণ

■ বছরের শুরুতেই মহাকাশ অভিযানে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ইসরো। পিএসএলভি-সি৬২ রকেটের মাধ্যমে ১৬টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়। কিন্তু মহাকাশে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে ১৬টি উপগ্রহ। এবার সেই ধাক্কা সামলে দারুণ কামব্যাক করল ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। শুক্রবার ভোররাতে গোটা দেশ যখন ঘুমে ডুবে, তখনই জিএসএলভিএফ ১৭ ইওএস-০৫-এর সফল উৎক্ষেপণ করল ইসরো। সফলভাবে নিজের কক্ষপথে স্থাপন করা গিয়েছে উপগ্রহটিকে। শুক্রবার ভোররাত ২.৫৫ তে রকেট উৎক্ষেপণ হয়। তার ১৯ মিনিটের মধ্যে সফলভাবে কক্ষপথে পৌঁছে যায় ইওএস-০৫। ইসরোর এমন ভূয়সী সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ইসরোর মুকুটে নতুন পালক জুড়ল, সেটা গোটা দেশের পক্ষে গর্বের মুহূর্ত। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে। -বিস্তারিত দেশের পাতায়

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বেহাল
অভিষেকের অফিস খালি করার নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও সুরক্ষাবিধিতে গুরুতর অনিয়ম ও গাফিলতির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয়ের একাংশ অবিলম্বে খালি করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য দমকল বিভাগ। শুক্রবার শহর কলকাতার ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ভবনে নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছে দমকল দপ্তর। নোটিসে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভবনের বেসমেন্ট অর্থাৎ পার্কিং এলাকা এবং ৬ ও ৭ নম্বর তলা অবিলম্বে ফাঁকা করতে হবে।

দমকল সূত্র অনুযায়ী, অগ্নিনির্বাপণ বিধির চরম অবহেলার কারণেই 'পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্ট'-এর ১১সি ধারা প্রয়োগ করে এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, এই ভবনের ষষ্ঠ ও সপ্তম তলাতেই অবস্থিত ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল দপ্তর।

দমকল আধিকারিকদের অভিযোগ, অডিটে এত ত্রুটিবিচ্যুতি মেলার পর এবং ভাড়ায় নেওয়া ওই দুই তলের নথিপত্র নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একাধিক সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও অভিষেকের অফিসের তরফে কোনও প্রতিনিধি দমকলের নির্ধারিত বৈঠকে উপস্থিত হননি বা কোনও ব্যাখ্যা জমা দেননি। প্রশাসনিক স্তরে চরম অসহযোগিতার পরই ১১সি ধারায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট অংশগুলি পুরোপুরি খালি করার নোটিস জারি করে দমকল বিভাগ। নির্দেশিকায় সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যতক্ষণ না নতুন করে বাণিজ্যিক ফায়ার লাইসেন্স রিনিউ বা নবীকরণ করানো হচ্ছে এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা পুনরায় সচল হচ্ছে, ততক্ষণ ওই নির্দিষ্ট তলগুলিতে কোনও রকম রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো যাবে না।

এদিকে আবার বর্তমানে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কাজে বিদেশ সফরে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে এই নির্দেশিকা জারি হওয়ায় চরম অস্বস্তিতে শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্ব। অন্যদিকে, ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে বিলবোর্ড খুলে নেওয়ার ঘটনায় এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূলের কালীঘাট শিবির। আগেই এই কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু সেই মামলা অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি আদালত। হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ না করায় এবার সেই অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে 'সুপ্রিম' পথে পা বাড়িয়েছে অভিষেকরা। আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতে তৃণমূলের দায়ের করা মামলার শুনানি হতে পারে।

উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টারের শিলান্যাস নিউটাউনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ টাউনে উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শুক্রবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে এই ফিল্ম সেন্টার। একই অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর জানিয়েছে, উত্তমকুমারের শতবর্ষ উদযাপনের সূচনা হয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নন্দন প্রাঙ্গণে। তার পরের দিনই শুক্রবার নিউ টাউনে ফিল্ম সেন্টারের ভূমিপুজো ও শিলান্যাস হয়। এই প্রস্তাবিত ফিল্ম সেন্টারটি তিনটি ভাগে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার করছে। প্রথম অংশে থাকবে ৭০০ থেকে ৭৫০ আসনের দু'টি সিনেমা হল। তার সঙ্গে থাকবে প্রিভিউ থিয়েটার, ফুড কোর্ট এবং গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় অংশটি মূলত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য রাখা হবে। সেখানে ১,০০০ আসনের একটি অডিটোরিয়ামের পাশাপাশি থাকবে ওপেন এয়ার থিয়েটার।

মহাগুরুকে গুরুদায়িত্ব

তৃতীয় অংশে চলচ্চিত্র নির্মাণের আধুনিক প্রযুক্তির পরিকাঠামো রাখা হচ্ছে। এছাড়াও অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিক এবং পোস্ট-প্রোডাকশনের জন্য ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও তৈরি হবে। এর মাধ্যমে স্থানীয় চলচ্চিত্র ও মিডিয়া শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের প্রযুক্তিগত সুবিধা দেওয়ার

নিউ টাউনে উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টারের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বাংলা ছবিতে এখন পারিবারিক গল্পের পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চার ও ফ্যান্টাসি ঘরানার ছবিও তৈরি হচ্ছে। এই ধরনের ছবিতে ভিএফএক্স এবং অ্যানিমেশনের ব্যবহার বাড়ছে। নতুন ফিল্ম সেন্টারে সেই প্রযুক্তির পরিকাঠামো তৈরি হলে স্থানীয় তরুণদের কাজের সুযোগ বাড়তে পারে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও প্রযোজকদের কাছেও পোস্ট-প্রোডাকশনের পরিকাঠামো সহজলভ্য হবে।

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এর নির্মাণকাজ শেষ করা। উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে এই প্রকল্পকে বাংলা চলচ্চিত্রের পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই মিঠুন চক্রবর্তীকে রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা করার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Binay Roy S/o Saligram Roy, D.O.B 12/02/1984, R/o- C/O: MILANGARH (DHAN MATH) P.O. NATAGARH, SODEPUR DIST. 24 PARGANAS PINCODE:- 743175, I have changed my surname, DOB & Address to Binay Routh S/o Shaligram Routh, D.O.B 01/07/1985, R/o- Gram-Dhodha, Dhamaul, Nawada, Bihar-805101 and this has been rectified Vide 1st class magistrate affidavit at on dated 03.09.2026

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি সেলিম সেখ পিতা-খেলাবত সেখ সাং-নতুনগ্রাম জেলা-নদীয়া, থানা-কোতয়ালী, গত ইংরাজীর ২৩/০৬/২০২১ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৫২৪৯/২০২১ নম্বর একখানি আমমোক্তার নামা দলিল বলে মূল মালিক যথাক্রমে সিদ্ধার্থ শঙ্কর সরকার পিতা-নরেন্দ্রনাথ সরকার, দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষনে আমি আমমোক্তার বিগত দিনে (১)তানিজুল সেখ, পিতা-নাসির উদ্দিন সেখ ও (২)আলাহীমদো সেখ, পিতা- কাবুল সেখ এর নিকট, গত ইং- ৩/০৮/২০২১ তারিখে ৬২৬৫/২০২১ নং দলিলে, কৃষ্ণনগর ৯২ নং মৌজায় এলআর-২৮০৩৭ খতিয়ানে, আরএস- ২০৫৫৫ ,এলআর ১৫৮৫০ দাগে ২.২৭ শতক ও আরএস- ২০৫৫৪, এলআর ১৫৮৫১ দাগে ১.৮৬ শতক সম্পত্তি একুনে মোট ৪.১৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। উপরুক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L&L.R.O কৃষ্ণনগর- ১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেল দ্বারা সমস্ত আইন মোতাবেক সকল প্রকার কার্যক্রম হইবে।

Jayanta Kumar Biswas, Advocate
Krishnagar, Nadia

হারানো প্রাপ্তি

আমি শ্রীমতি টুম্পা মন্ডল, পিতা- শ্রী শ্রেষ্ঠ সরকার, সাং- লক্ষীতলা পাড়া, পোঃ- তারাপুর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া গত 02/09/26 তারিখে অসাবধানতাবশত আমার বাড়ির ১৪৮৮৮/২০১৫ নং দলিলটি হারিয়ে গিয়েছে। G.D.E. No: 144, dt. 02/09/26 Krishnagar Kotwali P.S. যদি কেউ উক্ত দলিলকে সন্ধান পান তাহলে যোগাযোগ করবেন।

M: 85095 75171

NOTICE OF DEED LOST

Notice to all concern that one Gift Deed, vide **deed No. I-10264/2010**, registered on 09/12/2010 at A.D.S.R., Alipore office, South 24 Parganas, in favour of **Sri Partha Das,** S/o. Sri Chandi Das, R/o. 3/111, Azadgarh, Jadavpur, Kolkata-700040, as a Donee, received from **Smt. Renuka Das,** W/o. Late Gobinda Chandra Das, R/o. 3/111, Azadgarh, Jadavpur, Kolkata-700040 as a Donor. The said original gift deed concern to 04 chittacks 27 sq.ft. out of 02 cottahs 15 chittacks 22 sq.ft. along with a tile shed structure, lying & situated at Mouza Chandpur, J.L. No. 41, P.S. Jadavpur, Dist. 24 Pgs.(S), E.P. No. 449, S.P. No. 71, C.S. Plot no. 1839, which was lost on 02/09/2026. In this regard a missing **GDE No. 118 dated 02/09/2026** under **Golf Green Police Station** is lodged. At present my client **Sri Partha Das**, S/o. Sri Chandi Das, is the owner of the above property. If any person, Bank or Financial Institution having any objection, claim, demand or information against the above property or about above original lost Gift Deed please intimate the undersigned in writing with supporting within 15 days from this publication. No claim and demand shall be entertained after the stipulated period. If any transaction is made with any person/s and authority by the strength of this loss said Gift deed, shall be deemed to be null and void.

Poulami Roy, Advocate,
High Court, Mob: 9123729458

নাম-পদবী

আমি Rakesh Sau, পিতা-Bijoy Sau, গ্রাম- পদুমবসান, ওয়ার্ড নং-৯ পোঃ তমলুক জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এর অধিবাসী। গত ২৯-০৭-২৬ তারিখ নোটারি পাবলিক, তমলুক এফিডেভিট নং ৮৮৩৫/২৬ বলে আমার নাম Rakesh Sau, S/o- Bijoy Sau ও Rakesh Shaw, S/o- Bijoy Shaw থেকে Rakesh Shaw, S/o- Bijay Shaw তে পরিবর্তিত হইল। Rakesh Shaw, S/o- Bijay Shaw ও Rakesh Sau, S/o- Bijoy Sau এবং Rakesh Shaw, S/o- Bijoy Shaw এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা - দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - কাঙ্গনবেড়িয়া, জে.এল. নং - 41 হাল দাগ - 2818 হাল খতিয়ান নং - 20, 35, 305, 580, 1003, 1528, 1696, 2741 পাওয়ার দলিল নং - 2186/2023 সাল উত্তর পাড়া হুগলি সাবরেজিস্ট্রি অফিস। আমমোক্তার গ্রহিতা - শ্রী ঝলমল বেরা ও শ্রী সুব্রত হদাইত কোবালা গ্রহিতা - তাপস পাল কেস নং - MN/13074/ 2026 কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর-২ B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

জেলা: নদীয়া, থানা: কোতয়ালী, মৌজা- ১১৮ চকদিগনগর, L.R দাগ- ৯ এ কৃষি খতিয়ান- ২৩৮ এ ৪৪.৮০ শ: ও খতিয়ান- ৪১৮ তে ১০.৭৫ শ: মালিক আছেন, সাং- চকদিগনগর,পো: কালিরহাট, থানা: কোতয়ালী, জেলা: নদীয়া স্থায়ী নিবাসী সঞ্জয় সরকার পিতা- ৺উদ্ভব সরকার, উক্ত ব্যক্তি ১। সাং+পো: ভাতজাংলা, থানা: কোতয়ালী, জেলা: নদীয়া নিবাসী সুব্রত সরকার, পিতা- নিরাপদ সরকার ও একই ঠিকানার ২। মিঠুন হালদার পিতা- গোবিন্দ হালদার ৩। সাং- পোড়াপাড়া পো: কালিরহাট থানা: কোতয়ালী নিবাসী বিপদ ভঞ্জন কাঞ্জিলাল পিতা- বিনোদ বিহারী কাঞ্জিলালকে গত ইংরাজী ২২/৩/২০২১ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে ৩৫৮৯ দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার বলে গত ইংরাজী ২৮/৯/২০২১ তারিখে কৃষ্ণনগর D.S.R অফিস হইতে ৯৯১৭/২১ নং দলিল মূলে সাং- বাথানগাছি, পো: দিগনগর, থানা: শান্তিপুর, জেলা: নদীয়ার নিবাসী ১) দুলাল দেবনাথ পিতা- গোপাল দেবনাথ ২) সুমিত্রা দেবনাথ স্বামী- দুলাল দেবনাথ গণকে L.R ৯ দাগে ৩.৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। কারো কোনো আপত্তি থাকিলে সাত দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর- ১ B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 27/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20181 নং এফিডেভিড বলে আমি, Priti Mondal D/o. Paritosh Mondal, R/o. Kulihanda 2 No. Rabindranagar, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 287, dated 23.07.2001, D.O.B. 20.07.2001) আমার সঠিক নাম Priti Mondal-এর পরিবর্তে Protima Mondal এবং আমার আধার কার্ডে আমার সঠিক জন্ম তারিখ 20.07.2001-এর পরিবর্তে 20.07.2011 লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া জন্ম সার্টিফিকেটে আমার সঠিক নাম Priti Mondal ও আধার কার্ডে সঠিক জন্ম তারিখ 20.07.2001 লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Priti Mondal & Protima Mondal D/o. Paritosh Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Mohona Dutta, D/o. Sarmstha Dutta, R/o. 248, Ghutia Bazar, Kalitala, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly-712103, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Mohona Dutta to Mohnaa Dutta, vide an affidavit no. 20481, dated 29.08.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly, at Chinsurah Court. Henceforth, I shall be known as Mohnaa Dutta instead of Mohona Dutta and all my relevant documents should be corrected accordingly by this affidavit. That I, Mohnaa Dutta & Mohona Dutta, D/o. Sarmstha Dutta both are the same & one identical person.

I, Sarmistha Dutta, D/o. Prabhat Kumar Mallik, R/o. 248, Ghutia Bazar, Kalitala, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly-712103, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Sarmistha Dutta to Sarmstha Dutta, vide an affidavit no. 20485, dated 29.08.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly, at Chinsurah Court. Henceforth, I shall be known as Sarmstha Dutta instead of Sarmistha Dutta and all my relevant documents should be corrected accordingly by this affidavit. That I, Sarmstha Dutta & Sarmistha Dutta, D/o. Prabhat Kumar Mallik both are the same & one identical person.

I, Parthasarathi Mallick, S/o. Prabhat Kumar Mallik, R/o. 248, Ghutia Bazar, Kalitala, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly-712103, W.B., do hereby declare that I have changed my son's name from Debargha Mallick to Debargha Mallikh, vide an affidavit no. 20482, dated 29.08.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly, at Chinsurah Court. Henceforth, my son will be known as Debargha Mallikh instead of Debargha Mallick and all my relevant documents should be corrected accordingly by this affidavit. That my son, Debargha Mallikh & Debargha Mallick, S/o. Parthasarathi Mallick both are the same & one identical person.

I, Parthasarathi Mallick, S/o. Prabhat Kumar Mallik, R/o. 248, Ghutia Bazar, Kalitala, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly-712103, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Parthasarathi Mallick to Parthsarthi Prabhat Mallik, vide an affidavit no. 20483, dated 29.08.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly, at Chinsurah Court. Henceforth, I shall be known as Parthsarthi Prabhat Mallik instead of Parthasarathi Mallick and all my relevant documents should be corrected accordingly by this affidavit. That I, Parthsarthi Prabhat Mallik & Parthasarathi Mallick, S/o. Prabhat Kumar Mallik both are the same & one identical person.

I, Mahima Dutta, D/o. Sarmistha Dutta, R/o. 248, Ghutia Bazar, Kalitala, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly-712103, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Mahima Dutta to Mahimaa Duttaa, vide an affidavit no. 20484, dated 29.08.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly, at Chinsurah Court. Henceforth, I shall be known as Mahimaa Duttaa instead of Mahima Dutta and all my relevant documents should be corrected accordingly by this affidavit. That I, Mahimaa Duttaa & Mahima Dutta, D/o. Sarmistha Dutta both are the same & one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

জেলা: নদীয়া, থানা: কোতয়ালী, মৌজা- ৯৭ সোন্দা, L.R ৮৭১০ দাগে L.R খতিয়ান ৩৮২৯ এ ২৭.৫৮ শতকের মালিক ছিলেন সাং- এম. এম. ঘোষ লেন, পাত্রবাজার, পো: কৃষ্ণনগর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: নদীয়ার বাসিন্দা রাবেয়া বিবি, স্বামী- মৃত কালো সেখ, যা তিনি তার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যাকে ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সকলের সরীক গণ মাতার ওয়ারিশ সূত্রে মালিক হন। তৎপর উক্ত ওয়ারিশ গণের মধ্যে সেলিমা বিবি স্বামী- ইসমাইল হোসেন, সাং- নগদহ, পো:- কাঁপা, থানা: বীজপুর, জেলা: উ: ২৪ পরগণা বাসিন্দা গত ইংরাজী ১৮/৭/২০২২ তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ৯৬৫০ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সাং- কুলুপাড়া, পো: ঘূর্ণী, থানা: কোতয়ালী. জেলা: নদীয়া নিবাসী কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচার্য পিতা- ননী গোপালকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন [illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রী রাজেশ ঘোষ, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ ঘোষ, ২) শ্রী সমর হালদার, পিতা- সন্তু হালদার, ৩) শ্রী সমরেশ ঘোষ, পিতা- মৃত আনন্দমোহন ঘোষ বিগত ইংরেজি 11/11/2022 তারিখে IV-178/2022 ও 11/11/2022, IV-179/2022 দুটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জে.এল.- 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R.16300,17252, 17403,18023, 18034 নং খতিয়ানে হইতে L.R.- 19103 নং দাগে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং 05/08/2026 তারিখে I -7460/2026 নং দলিল মূলে 0.2200একর, ও 05/08/2026 তারিখে I -7459/2026 নং দলিল মূলে 0.1650 একর ও 05/08/2026 তারিখে I -7461/2026 নং দলিল মূলে 0.1650 একর ও 19/03/2026 তারিখে I -2714/2026 নং দলিল মূলে 0.0302 একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তারনামায় কোনরকম অভিযোগ থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর ১ B.L.&.L.R.O অফিসে এসে যোগাযোগ করুন।

NOTICE

My Client, Mrs. Gopa Goswami, wife of Sri Sukumar Goswami, residing at 62, Jodhpur Park, 1st floor, Kolkata-700068, have misplaced one original Deed of conveyance vide no.1085 of 2011 dated 07.4.2011, registered before the ADSR Sealdah and Original Possession letter dated 19.08.2010 of her Apartment No. UPC010904, measuring super built up area 838 sq.ft at Upohar-The Condoville, Premises No. 2052, Chakgaria, Purba Jadavpur, Kolkata-700094, District-South 24 Parganas and my client had lodged a General Diary before the Lake Police Station, Kolkata on 02.09.2026 bearing General Diary No. 92 dated 02.09.2026.

If any person/persons find the above mentioned Deed or any person/persons have any claim, demand or objection in the respect said property then come up with valid proof and contact to below person within 10 days from the date of publication. After elapsing 10 days no claim will be entertained.

Partha Saran Ghosh, Advocate
Contact No.: 9674302211
E-Mail id : **advlaw@rediffmail.com**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমি শুভদীপ মন্ডল ও শুভজিৎ মন্ডল উভয়ের পিতা দীপক কুমার মন্ডল বিগত ইংরাজী 2017 সালে এ.ডি.এস.আর. ডায়মন্ড হারবার রেজিস্ট্রিকৃত 0022/17 নং সাফ কোবালা দলিল মূলে গৌতম অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে মৌজা কালীচরণপুর জে.এল. নং - 50 এল.আর. 193 নং খতিয়ানে 2, 3, 4 দাগে 97.82 শতক জমি নাম পরিবর্তনের জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ডায়মন্ড হারবার-1 নং ব্লকে আবেদন করি। যাহা গৌতম অধিকারী ইংরাজি ২০১৬ সালে ডায়মন্ড হারবার সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV - 100/2016 নং গৌতম আমোক্তার নামা দলিলে নিযুক্ত উর্মিলা পর্বত কনকলতা বৈদ্য, অনিতা হালদার, আশা বিশ্বাস পক্ষে আমমোক্তার গৌতম অধিকারী স্বাক্ষর করেন। উক্ত জমি মিউটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী 20 দিনের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার-1 বি.এল.এন্ড এল.আর.ও. অফিসের আধিকারি মহায়ের নিকট আপিল করিতে পারেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর এডিএসআর (ADSR) অফিসে নিবন্ধিত জমি ক্রয়ের দলিল নং ০৪৪৬৩, ০৪৪৬০ ও ০৪৪৬১ (তারিখ- ২১.০৭.১৯৯৩; মৌজা- সয়ালা; খতিয়ান নং- ২৯৮; দাগ নং- ১২৪৫, ১২৪১, ১২৪৪) হারিয়ে গেছে। এ বিষয়ে দাসপুর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে (নং ১৭৫৪, তারিখ ২৮.০৮.২০২৬)। যদি কেউ এই নথিপত্রগুলি খুঁজে পান বা এ বিষয়ে কোনো দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে অনুগ্রহ করে অ্যাডভোকেট [illegible] মইনুদ্দিন মল্লিক (ঘাটাল আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর)-এর সাথে যোগাযোগ করুন, ফোন ৯৭৩৪৮৫০৬৭৮।

আমি অমৃতা ঘোষ হালদার, স্বামী- কৃষ্ণেন্দু হালদার, সাং-মোহনপুর, ডাঃ হারবার, [illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্রীমতি উমা দাস,স্বামী- শ্রী সমর দাস,সাং - বৈকুণ্ঠ সড়ক, পোঃ শক্তিনগর, থানা - কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০২-জেলা - নদীয়া, থানা-কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার বর্তমান মালেক পঃ বঃ সরকার পক্ষে নদীয়া জেলা কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তার অধীন লিখিত আর.এস. ৫২৩৬ নং এল.আর. ১৫৭৬৩/২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ২০৭২৬ নং এল.আর. ১৫৭২০ নং দাগের সম্পত্তি (যাহা পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী- ২৯.০৩.২০১৬ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I V - ৫৯/২০১৬ নং রেজিষ্ট্রিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী সমর দাস, পিতা- মৃত ভুবন মোহন দাস, সাং - বৈকুণ্ঠ সড়ক, পোঃ শক্তিনগর, থানা - কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০২-মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি শ্রীমতি উমা দাস গত ইং- ১০.০৫.২০২১ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৫০০০/২১ নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে শ্রী অরবিন্দ সরকার, পিতা- শ্রী অজিত সরকার, সাং - বৈকুণ্ঠ সড়ক,তালতলা পাড়া, পোঃ শক্তিনগর, থানা - কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০২ মহাশয়কে উপরিউক্ত দাগে ০.০৭৪৩ একর বা ০৭.৪৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষনে অরবিন্দ সরকার মহাশয় স্থানীয় কৃষ্ণনগর-১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate
Krishnanagar Judges' Court, Nadia

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।
MAT SUIT NO. 273/2025

দরখাস্তকারী: হৈমন্তী ভট্টাচার্য্য, স্বামী - সঞ্জীব সেন পিতা- স্বর্গীয় প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য্য সাং- আগমেশ্বরীপাড়া রোড পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া **-বনাম- প্রতিপক্ষ : সঞ্জীব সেন,** পিতা - স্বর্গীয় নারায়ন সেন সাং - প্রাচীনমায়াপুর জাতীয় বিদ্যালয় পাড়া পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১৩০২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রতিপক্ষকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে প্রতিপক্ষের কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের এক মাসের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে,
Pratim Chowdhury, সেরেস্তাদার,
Bench Clerk, Addl. District &
Sessions Judge Nabadwip,
Nadia, ১০/০৮/২০২৬

NOTICE

BEFORE LD. FAST TRACK COURT AT SERAMPORE
REF: MAT SUIT NO. 220/2025

Smt. Sumana Khan .... **Petitioner/Wife**
V/s
Shri. Sandeep Basu
.... **Respondent/Husband**

Whereas **Smt. Sumana Khan,** W/o Shri. Sandeep Basu, D/o Ananta Kumar Khan, presently residing at 21/E Kotrung Ghosh Para Lane, P.O. Hindmotor, Uttarpara (M), P.S. Uttarpara, West Bengal 712233, has filed a Mat Suit vide. No. 220/2025, U/s 27 (1) (b) & (d) of Special Marriage Act, 1954, for decree of divorce against you and the same is pending Before Ld. F.T.C. at Serampore. That by dint of this notice you i.e. **Shri. Sandeep Basu,** S/o Late Subimal Basu, Residing of Rabindra Pally, Barasat, Barasat-I, North 24 pgs, West Bengal 700125, Presently residing under the C/o Nidhir Hazra, Udayanpally, P.O. Hind Motor, P.S Uttarpara, Dist-Hooghly, Pin - 712233 (Mob. No. 9340918664) are hereby directed to appear within 30 (Thirty days) from the date of publication of this notice before the court personally or through your duly authorized counsel to show cause as to why the relief claimed by the petitioner against you should not be granted, failing which the court shall proceed against you as per law.

Tuhina Biswas (Advocate)
Partha Sarathi Pal (Sheristadar)
Addl. Dist. Sessions Judge
(Fast Track Court) Serampore

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্নার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা: কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৩৩৬৮৮৫৩০**

সুজয় উদ্যোগ সমন্বয়,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২০৫৫৯১।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৯৪৭৪৮৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৪৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনজ্ঞ অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিংলাপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৩০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেভোগা বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৯৯৬/৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র গুড়া, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৯৯১৮০৬৪৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (বিরেশি তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৬৮৩৫/৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ ডাঙ্গালপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৭৪১৮৭৬২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো, বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: জন্মাষ্টমীর দিন সকাল থেকেই নিজস্ব রীতি মেনে বেলুড় মঠে শুরু হল দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো পুজো। শুক্রবারের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হল এই বছরের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি। কাঠামো পুজোর পর এবার ধাপে ধাপে এগোবে প্রতিমা তৈরির কাজ।

বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিবিজড়িত এই মঠে প্রতি বছর নিয়ম মেনে দুর্গোৎসব হয়। সেই পুজোরই প্রাথমিক পর্ব হল কাঠামো পুজো। জন্মাষ্টমীর দিনে সেই রীতি মেনেই শুক্রবার পুজো হল। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, এই বছর বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো হবে ১৮, ১৯ এবং ২০ অক্টোবর। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে এই তিন দিন সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীর পুজো হবে। ১৮ অক্টোবর, রবিবার সপ্তমীর পুজো শুরু হবে ভোর সাড়ে পাঁচটায়। পরের দিন ১৯ অক্টোবর, সোমবার মহাষ্টমীর পুজোও শুরু হবে ভোর সাড়ে পাঁচটায়। ওই দিন সকাল ৯টায় হবে কুমারী পুজো। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলবে সন্ধিপুজো। ২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার মহানবমীর পুজো শুরু হবে ভোর সাড়ে পাঁচটায়। দেবীর ভোগারতির পরে হবে হোম। পুজোর তিন দিনই ভোগারতির পর পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা থাকবে। সন্ধ্যায় শ্রীঠাকুরের আরতির পর হবে সন্ধ্যারতি। এই প্রসঙ্গে মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই বছরের দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান বেলুড় মঠের ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি দেখা যাবে। এছাড়াও দূরদর্শনের বাংলা চ্যানেলে পুজোর সম্প্রচারের সময়সূচি পরে জানানো হবে।

প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় বেলুড় মঠে বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়। তাই প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি পুজো ঘিরে অন্যান্য প্রস্তুতিও ধাপে ধাপে এগোবে। মঠের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর আরও বিস্তারিত কর্মসূচি পরে প্রকাশ করা হবে। জন্মাষ্টমীর কাঠামো পুজোর সঙ্গে তাই বেলুড় মঠে এ বছরের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল।

'গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা করুন'

লিলুয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কেন্দ্রকে বার্তা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার লিলুয়ায় শুক্রবার বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই ও বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং। শুক্রবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধিক বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। নিজেকে সাধু হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমি সাধু, আমি কেন রাজনৈতিক বার্তা দেব?' যদিও এদিন রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার পরিবর্তে ধর্মীয় কথা শোনা এবং সেই কথার মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার উপরই জোর দেন তিনি। যদিও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের একাধিক সাম্প্রতিক ঘটনা। তিনি বলেন, 'আমাকে আগের সরকারের কিছু লোক বলেছিল, এই রাজ্যে ঢুকতে দেবে না। আজ তো আমি ঢুকেছি। এই রাজ্যে যে নতুন সরকার হয়েছে, তাঁর যশোস্বী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর আমার আস্থা ও বিশ্বাস আছে, এবার এই রাজ্য প্রগতি ও উন্নতির দিকে এগোবে। আর এতদিন ধরে এই দেশের সীমান্ত দিয়ে দেশদ্রোহী অনুপ্রবেশ করত, তারা এখন আর ঢুকতে পারবে না।' তিনি আরও বলেন, 'কায়দে মে রহগে তো ফায়দে মে রহগে।'

এদিন শ্রীরাম, কৃষ্ণ ও কালীর প্রসঙ্গ তুলে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী বলেন, 'কাহিনি সত্যে পরিপূর্ণ। রাম সত্যে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ সত্যে পরিপূর্ণ। কালী সত্যে পরিপূর্ণ।' তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় কাহিনির মধ্যে সত্য ও শিক্ষা রয়েছে। সেই শিক্ষা মানুষের জীবনে কাজে লাগানোই কথার উদ্দেশ্য। এদিন দেশের যুবসমাজের মূল্যবোধ নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর কথায়, দেশের তরুণদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পরিবার, সমাজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বাবা-মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নতুন প্রজন্মকে এমন মূল্যবোধ দিতে হবে, যাতে তারা রামভক্ত এবং দেশপ্রেমী হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের যুবসমাজের প্রসঙ্গ টেনেও তিনি বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এর পরেই গঙ্গাসাগর মেলার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে গঙ্গাসাগরের প্রসঙ্গ টেনে মকর সংক্রান্তিতে সাগরদ্বীপে বিপুল সাধু-সন্তের সমাগমের কথা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন, 'গঙ্গাসাগর এখনও কি জাতীয় মেলার মর্যাদা পাবে?' এরপর কেন্দ্রের কাছে তাঁর সরাসরি আবেদন, 'গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা করুন।' মেলার আরও উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির দাবিও জানান তিনি।

ফরাক্কার ধস মেরামতির কাজ চলছে, আজ ট্রেন চলার আশ্বাস পূর্ব রেলের

পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: তিলডাঙ্গা ও নতুন ফরাক্কার মাঝের রেলপথে ধস ও ভাঙনের জেরে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছে, সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করেছে পূর্ব রেল। তিলডাঙ্গা ও নতুন ফরাক্কার মাঝে রেললাইনে ভয়াবহ ভূমিধস এবং ভাঙন পরিস্থিতির সরাসরি তদারকি করতে শুক্রবার নিজে পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে। পূর্ব রেলের দাবি, শুক্রবার রাতের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতির কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে শনিবার সকাল থেকেই ওই পথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে। ইতিমধ্যেই ধসের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ঘটনাস্থলে যান পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার বিক্রম গুপ্তা, মালদা বিভাগের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা। ওই স্থানের ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ ঘুরে দেখে মেরামতির কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, যাত্রীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে। গীতিকা পাণ্ডের নজরদারিতে মালদা বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা দিন-রাত কাজ করছেন। যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধসের কারণে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই একাধিক উত্তরবঙ্গগামী দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শুক্রবার সকালেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক করা যায়নি। নতুন করে ধসে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন ট্রেন চলাচলের উপযোগী না হওয়ায় বাতিল করতে হয় হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসও। নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গগামী পর্যটকদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। এখন শুক্রবার সারারাত লাইন মেরামতির দিকেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, আর এই কাজ দ্রুত শেষ হলে শনিবার সকাল থেকে ট্রেন পরিষেবা পুনরায় স্বাভাবিক করার লক্ষ্য নিয়েছে পূর্ব রেল। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাত্রী নিরাপত্তাকেই এই মুহূর্তে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অংশে প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রাখা হচ্ছে। পূর্বরেলের আশা, রাতের মধ্যেই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে এবং শনিবার সকাল থেকে উত্তরবঙ্গের রেলপথে ফের স্বাভাবিক ছন্দে ট্রেন চলাচল শুরু করা যাবে।

জন্মাষ্টমীর দিন মায়ের কোলে ছোট্ট কৃষ্ণ। ছবি- অদিতি সাহা

যাত্রী পরিষেবা মসৃণ রাখতে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে ৪০ টি অতিরিক্ত বাস কলকাতার জন্য ব্যবস্থা করল পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তর। পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ বাস টার্মিনাসে নিজে গিয়ে খোঁজ খবর নিলেন, কথা বললেন যাত্রীদের সঙ্গে।

লিজ প্রথার অবসান, সরকারি ফ্ল্যাট ও জমির ক্ষেত্রে 'ফ্রি-হোল্ড' স্বত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সরকারি আবাসন দীর্ঘদিনের লিজ প্রথার অবসান ঘটিয়ে সরকারি ফ্ল্যাট ও জমির ক্ষেত্রে এবার থেকে সম্পূর্ণ মালিকানা বা 'ফ্রি-হোল্ড' সত্ত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে আবাসনমন্ত্রী দীপক বর্মন একথা জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানান, এতদিন সরকারি আবাসনের ফ্ল্যাট লিজের ভিত্তিতে দেওয়া হত। ফলে মালিকানা সংক্রান্ত নানা আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তেন ক্রেতারা। সেই সমস্যার সমাধানেই এবার থেকে লিজের পরিবর্তে সরাসরি ফ্রি-হোল্ড মালিকানা দেওয়া হবে। নতুন ব্যবস্থার সুবিধা পুরনো ও নতুন; উভয় ধরনের ক্রেতারাই পাবেন। সরকারি আবাসনে দীর্ঘদিন ধরে অবিক্রিত পড়ে থাকা ৩৫৯টি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এতদিন একবার ফ্ল্যাটের জন্য আবেদন করলে দ্বিতীয়বার আবেদন করা যেত না। সেই নিয়ম তুলে দিয়ে এবার 'ফার্স্ট কাম, ফার্স্ট সার্ভ' নীতিতে এই ফ্ল্যাটগুলি বরাদ্দ করা হবে। তবে নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

আবাসন ক্ষেত্রে দালালচক্র ও সিন্ডিকেটের প্রভাব কমাতে দপ্তর একটি ডিজিটাল পোর্টাল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে ফ্ল্যাটের আবেদন, অভিযোগ দায়ের, শুনানির দিনক্ষণ-সহ সমস্ত পরিষেবা অনলাইনে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে দপ্তর। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, বিশেষ সচিব শঙ্কর পাল, আবাসন কমিশনার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন একাধিক নতুন আবাসন প্রকল্পেরও ঘোষণা করা হয়েছে।

বেলগাছিয়ায় মেট্রোয় ধোঁয়া ঘিরে আতঙ্ক, কামরা খালি করে যাত্রীদের উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার মেট্রোয় ফের আগুনের আতঙ্ক। শুক্রবার অফিস ফেরত ব্যস্ত সময়ে বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে ঢোকার মুখে একটি রেকের কামরা থেকে আচমকা সাদা ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে যায় কামরাটি। আগুনের ভয়ে আতঙ্কিত যাত্রীরা দ্রুত দরজা দিয়ে বেরিয়ে স্টেশনে নেমে আসেন। মেট্রো সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই ঘটনাটি ব্লু লাইনের শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী আপ লাইনের রেকে ঘটে। ট্রেনটি বেলগাছিয়া স্টেশনে পৌঁছনোর পরই ধোঁয়া যাত্রীদের নজরে আসে। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। শুক্রবার এই ঘটনার জেরে সাময়িক ভাবে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ফের মেট্রো পরিষেবা চালু করা হয়। ধোঁয়া বের হওয়া রেকটিকে নিরাপদে কারশেডে নিয়ে যাওয়া হয়। কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩, শনিবার

‘দেখব নতুন রূপে, দেখব নতুন চোখে’

পর্যটনে নতুন লোগো, ব্র্যান্ডিং-সহ একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, বরাদ্দ ৫০০ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একদিকে গঙ্গায় ওয়াটার মেট্রো, মন্দারমণি থেকে সুন্দরবন, অপরদিকে রাজ্যের পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল আর নদী, পর্যটনের নানা সম্ভাবনাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে, সরকারি ট্যুরিস্ট গেস্ট হাউসের আধুনিকীকরণ করার পরিকল্পনা, গঙ্গায় ওয়াটার মেট্রো, মন্দারমণির উন্নয়ন এবং সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার মতো একাধিক প্রকল্পের কথা শুক্রবার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পর্যটন খাতের জন্য এই পর্যায়ে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথাও জানান তিনি। শুক্রবার কলকাতার ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের নতুন লোগো ও ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ‘দেখব নতুন রূপে, দেখব নতুন চোখে’, নতুন পরিচয়ের সঙ্গে সামনে আনা হয়েছে নতুন স্লোগান। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, এই ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাংলার পর্যটনকে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তুলে ধরা হবে। শুক্রবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

বলেন, রাজ্যে পর্যটনের সম্ভাবনা থাকলেও এতদিন তা পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। একসময় ‘ডেস্টিনেশন পশ্চিমবঙ্গ’ নামে যে পরিচিতি তৈরি হয়েছিল, তা ফের ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্যের সরকারি পর্যটন পরিকাঠামো নিয়েও সরকারের পরিকল্পনা এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সরকারি ট্যুরিস্ট গেস্ট হাউসগুলি দ্রুত আধুনিক করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়াও পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা আরও উন্নত করার পাশাপাশি পর্যটনকেন্দ্রগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকেও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। গঙ্গাকে ঘিরেও বদলের পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতায় ওয়াটার মেট্রো চালুর কথা জানানো তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কলকাতা দেশের ১৭তম শহর হিসেবে ওয়াটার মেট্রোর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। রাজ্যে পর্যটকদের জন্য গঙ্গায় চলাচলের উপযোগী নতুন আধুনিক বোট আনার পরিকল্পনাও সরকার নিয়ে আসছে। এছাড়াও সমুদ্র পর্যটনের ক্ষেত্রেও মন্দারমণিকে ঘিরে একাধিক পরিকল্পনা করছে সরকার। গোয়ার ধাঁচে মন্দারমণিকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়েছে। পর্যটন পরিকাঠামো বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টিও পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। পাশাপাশি সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় চলতি বছরে ২০ লক্ষ ম্যানগ্রোভ চারা লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণেও কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। আগামী ২ অক্টোবর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনার কথাও অনুষ্ঠানে জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের পর্যটনের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি ও উৎসবকেও যুক্ত করতে চাইছে পর্যটন দপ্তর। সেই লক্ষ্যে পর্যটন দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য বছরে ১২টি বিশেষ দিন বেছে নেওয়া হয়েছে। সরস্বতী পুজো, দোল, পয়লা বৈশাখ, জামাইষষ্ঠী, রথযাত্রা, রাখি পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপুজোর অষ্টমী, কালীপুজো, ভাইফোঁটা এবং পৌষ সংক্রান্তির মতো দিনে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে অফিসে আসতে হবে। এই প্রসঙ্গে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘নেতৃত্বের জন্য জন্ম, নতুন করে জেগে ওঠার জন্য প্রস্তুত’ ভাবনাকে সামনে রেখে গত তিন মাস ধরে বাংলার পর্যটনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার কাজ চলছে। নতুন লোগো ও ব্র্যান্ডিংয়ের হাত ধরে রাজ্যের পর্যটনে নতুন পর্ব শুরু হবে বলেও দাবি করেন তিনি।

করুণাময়ী বাস ডিপো থেকে কলকাতা-বেঙ্গালুরু বেসরকারি ভলভো বাস পরিষেবার শুভ উদ্বোধন করলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। এই নতুন পরিষেবা কলকাতা ও বেঙ্গালুরুর মধ্যে যাত্রীদের যাতায়াতকে আরও সহজ, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে তুলবে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডে হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়ে সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ৯, ক্যামাক স্ট্রিটে অবস্থিত তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়কে কেন্দ্র করে আইনগত ও রাজনৈতিক জট তীব্র আকার ধারণ করেছে। ওই ভবনের সপ্তম ও অষ্টম তলায় অবস্থিত অভিষেকের দপ্তরে লাগানো দলীয় ব্যানার ও বিলবোর্ড সরানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সংঘাত এখন উচ্চ আদালত থেকে দেশের শীর্ষ আদালতে গড়িয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে অন্তর্বর্তী কোনো নির্দেশ দিতে অস্বীকার করার পর কালীঘাট তৃণমূল শিবির সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছে। আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শীর্ষ বেঞ্চে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘটনার মূল সূত্রপাত ৯, ক্যামাক স্ট্রিটের বহুতল ভবন থেকে একটি বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে।

অভিযোগ, অভিষেকের দপ্তরের ঝুলন্ত তৃণমূলের নামাঙ্কিত বিলবোর্ডটি বেআইনি এবং বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছিল। কোনো বড় দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পুরকর্মীরা তা সরানোর অভিযানে যান।

পুরসভা ও পুলিশের এই অভিযানে তীব্র বাধা দেন অভিষেক অনুগামীরা। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, কোনো পূর্ব ঘোষণা বা পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই তাড়াহুড়ো করে এই বিলবোর্ডটি কেটে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও পুরকর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের মারাত্মক বচসা এবং এক পর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতি বেঁধে যায়। এরপর পুরসভা বিলবোর্ডটি সরিয়ে নেওয়ার মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃণমূলের কর্মীরা একই স্থানে নতুন করে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানার টাঙিয়ে দেন।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এরপর পুরসভা ও পুলিশের এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে কালীঘাট শিবির কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বেঞ্চে তৃণমূলের পক্ষ থেকে তিনটি প্রধান দাবি পেশ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল সরিয়ে ফেলা বিলবোর্ডটি পুনরায় আগের জায়গায় লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হোক। পাশাপাশি এও আর্জি জানানো হয়, ওই দিনের অভিযানে উপস্থিত পুরসভার আধিকারিক ও পুলিশকর্মীদের নাম, পদ ও সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা হোক। একইসঙ্গে এও জানানো হয়, ভবনটির বিরুদ্ধে পুরসভার পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। তবে বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বেঞ্চ তৃণমূলের কোনো আবেদনেই সাড়া দেননি এবং কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করতে অস্বীকার করেন। এরপর বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিলবোর্ডটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই অবস্থায় পুনরায় বিলবোর্ড লাগানোর নির্দেশ দিলে তা চূড়ান্ত রায়ের সামিল হবে, যা মামলার অন্তর্বর্তী পর্যায়ে আইনত দেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে এও জানানো হয়, পুরসভা ও পুলিশের কর্মকর্তাদের পরিচয় প্রকাশের যে দাবি তৃণমূল করেছে, তার সপক্ষে আদালতের কাছে যথেষ্ট তথ্য ও নথিপত্র পেশ করা হয়নি। এ বিষয়ে ভবনের মালিক হাইকোর্টকে জানান, বহুতলের ওপর ওই বিলবোর্ড বা হোর্ডিংটি তাঁর কোনো অনুমতি ছাড়াই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। হাইকোর্টে আবেদন খারিজ হওয়ার পরই তৃণমূল নেতৃত্ব এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অনুমতি পিটিশন দায়ের করে। আইনি লড়াইয়ের মাঝেই ক্যামাক স্ট্রিটের ওই কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার ভোরে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। দুষ্কৃতীরা কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে তাণ্ডব চালায় এবং উপস্থিত তৃণমূল কর্মীদের ওপর মারধর করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ এ পর্যন্ত ছ’জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কালীঘাট শিবির এই হামলার পেছনে শাসক দল বিজেপির হাত রয়েছে বলে সরাসরি আঙুল তুলেছে। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ক্যামাক স্ট্রিট অফিসের জটিলতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে দমকল বিভাগের একটি নতুন নির্দেশিকা। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে ভবনের মালিককে এক জরুরি নির্দেশ পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়, ৯, ক্যামাক স্ট্রিটের সপ্তম ও অষ্টম তলায় যেখানে অভিষেকের মূল দপ্তর অবস্থিত পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। সুরক্ষা বিধির চরম লঙ্ঘনের কারণে জনস্বার্থ ও সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ভবনের সপ্তম এবং অষ্টম তলা অবিলম্বে খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিলক মুছে দেওয়ার অভিযোগে শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড ও এফআইআর

কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার একটি মিশনারি স্কুলে পড়ুয়ার কপালের চন্দনের তিলক মুছে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এই ঘটনার অভিযোগের জেরে হলি মিশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ওই শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের হয়েছে বলে শুক্রবার জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এই ঘটনার সূত্রপাত একটি ভিডিও ঘিরে। সেখানে এক স্কুল পড়ুয়া অভিযোগ করে, স্কুলে যাওয়ার সময় তার কপালে দেওয়া চন্দনের তিলক শিক্ষিকা মুছে দিচ্ছেন। এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বৃহস্পতিবার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের একটি অনুষ্ঠানেও এই প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

যদিও সেদিন স্কুলের নাম প্রকাশ্যে আনেননি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিওতে এক ছাত্র অভিযোগ করছে, তার মাথায় চন্দনের টিকা মুছিয়ে দিচ্ছেন শিক্ষক। বলছেন, মুখ ধুয়ে এস, টিকা নিয়ে ক্লাসে আসা যাবে না। কে টিকা রাখবে, কে তুলসি পরবে- পশ্চিমবঙ্গে এটা তো আস্থা, পরম্পরা, ঐতিহ্য।

শুক্রবার জলসম্পদ ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অভিযোগটি যে স্কুলের শিক্ষিকাকে ঘিরে, সেই স্কুলের নাম হলি মিশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকাকে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ সাসপেন্ড করেছে বলেই জানান তিনি। পাশাপাশি এই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে।

এদিন ওই সাংবাদিক বৈঠকে এক সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে আরও একটি পদক্ষেপের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিকাশ ভবনের এক কর্মীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছিল। এই বিষয়টি সামনে আসার পর তাঁকেও সাসপেন্ড করেছে শিক্ষা দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, সরকারি চাকরিতে থেকে প্রধানমন্ত্রী বা দেশের সাংবিধানিক পদে থাকা কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে অবমাননাকর বা আপত্তিকর মন্তব্য করা মেনে নেওয়া হবে না। সরকারি কর্মীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্পষ্ট ও কড়া বার্তাও দেন তিনি।

পাশাপাশি জন্মাষ্টমীর ছুটি নিয়েও এদিন সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি কর্মী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজের দিন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বর্তমান সরকারের নীতি আগের সরকারের থেকে আলাদা বলেই তিনি ইঙ্গিত করেন। এক্ষেত্রে প্রশাসনের কাজে নিয়ম মেনে চলার উপর জোর দেওয়ার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কলকাতায় ফের ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলত্তমার বুকে ফের বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে বিপত্তি। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর থানা এলাকার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে ভেঙে পড়ল একটি বহুকালের পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ির বড় অংশ। শুক্রবার সাতদুপুরে আচমকা এই দুর্ঘটনার ফলে এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়েই অকুস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, পুরসভা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আপাতত ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে জোরকদমে। তবে ভাঙা অংশের নিচে কেউ চাপা পড়ে আছেন কি না বা হতাহতের প্রকৃত তথ্য ঠিক কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর আনুমানিক তিনটে নাগাদ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট এলাকা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাস্তার ধারে থাকা ওই বহু প্রাচীন বাড়িটির একাংশ হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। চারদিক ঢেকে যায় ধুলোর আস্তরণে। কান ফাটানো আওয়াজ শুনতে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

এদিকে বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়েই কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শ্যামপুকুর থানার পুলিশ। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় কলকাতা পুরসভা ও দমকল বিভাগকেও। একে একে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল, পুরসভার কর্মী এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি বড় টিম। তৎক্ষণাৎ শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ক্রেন ও আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে কাজ চালায় পুরসভা ও উদ্ধারকারী দল।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের এই বাড়িটি বহু পুরনো এবং অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। কলকাতা পুরসভার ভবন বিষয়ক বিভাগের তরফ থেকে অনেক দিন আগেই এটিকে ‘অতিবিপজ্জনক’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বাড়ির দেওয়ালে স্পষ্ট করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুরসভার বিপজ্জনক সতর্কীকরণ বোর্ডও। নিয়ম অনুযায়ী পুরসভার এমন বিজ্ঞপ্তির পর বাড়ি খালি করে দেওয়া বা দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়ার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওই প্রাণঘাতী কাঠামোর ভেতরেই দিনের পর দিন বসবাস করছিলেন কয়েকজন বাসিন্দা।

এদিনের এই ঘটনায় এক প্রত্যক্ষদর্শী তথা স্থানীয় বাসিন্দা জানান, ‘আমি ওই সময় রাস্তাতেই দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি বিশালাকার একটা দেওয়াল ও ছাদের অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। চোখের সামনে নিমেষে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই বাড়িতে কয়েকজন মানুষ যে থাকতেন, তা আমরা সবাই জানতাম। তারা এখন ঠিক কী অবস্থায় আছেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন কি না, তা ভেবেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।’

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে তিলোত্তমায় বিপজ্জনক পুরনো বাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পুরসভার খাতায় শহরের অলিতে-গলিতে হাজার হাজার বিপজ্জনক ও অতিবিপজ্জনক বাড়ি নথিভুক্ত রয়েছে। বারবার নোটিস দেওয়া, দেওয়ালে বোর্ড টাঙানো সত্ত্বেও আইনগত জটিলতা, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে বিবাদ এবং উপযুক্ত পুনর্বাসনের অভাবে ঝুঁকি নিয়েই বিপজ্জনক ছাদের নিচে বসবাস করছেন বহু মানুষ। প্রশাসনের তরফে বারবার সতর্ক করা হলেও বাসিন্দাদের এই উদাসীনতা ও সচেতনতার অভাব যে বারবার শহরের বুকে বড়সড় বিপদের হাতছানি দিচ্ছে, শ্যামপুকুরের শুক্রবারের ঘটনাটি ফের একবার তা জলজ্যান্ত প্রমাণ করে দিল।

জোড়া ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের জেরে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাদ্র মাসের শেষ লগ্নেও লাগাতার বর্ষণে হাবুডুবু খাচ্ছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। নদীগুলির জলস্তর আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ার পাশাপাশি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-এর ছাড়া জলে ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই চরম দুর্দশার মধ্যেই নতুন করে আশঙ্কার বাণী শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এবং সক্রিয় বর্ষাকালীন অক্ষরেখার ত্রিফলা ফলায় আপাতত বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং আগামী বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে দফায় দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল অবস্থান করছে। এর সঙ্গে যুক্ত শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্তটি বায়ুমণ্ডলে সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৭.৬ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি ধীরে ধীরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অন্যদিকে, রাজস্থান থেকে শুরু করে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে আসা শক্তিশালী বর্ষাকালীন অক্ষরেখাটি রাজ্যের দিঘার ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও সমুদ্রতল থেকে ১.৫ কিলোমিটার উঁচুতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হয়েছে। এই একাধিক বায়ুমণ্ডলীয় অনুঘটকের জোড়া ফলায় বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশ করছে, যার ফলে বৃষ্টি পিছু ছাড়ছে না।

এদিকে শুক্রবার দিনভর উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ,

নদিয়া, বীরভূম এবং পূর্ব বর্ধমান জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের অবশিষ্টাংশে শনিবার পর্যন্ত দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। রবিবার ও সোমবারে বৃষ্টির তীব্রতা সাময়িক কিছুটা কমলেও স্বস্তি মিলবে না বললেই চলে। কারণ, আবহবিদদের মতে, আগামী সপ্তাহের বুধ ও বৃহস্পতিবার থেকে পুনরায় ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ। বিশেষ করে উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের সাত জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে বুধবার থেকে বর্ষণের মাত্রা নতুন করে বৃদ্ধি পাবে। ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে ইতিমধ্যেই প্লাবিত এলাকাগুলিতে এই নতুন বৃষ্টির স্পেল পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগের মেঘ কাটছে না। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পং; পাহাড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চলে শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির লাল ও হলুদ সতর্কতা বহাল রাখা হয়েছে। কোচবিহার জেলায় রবিবার ও সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির প্রকোপ বাড়তে পারে। তবে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আপাতত না থাকলেও শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত লেগেই থাকবে।

এদিকে বৃষ্টির ধারাবাহিকতায় তিলোত্তমায় ভাদ্রের চড়া গরম বা আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কিছুটা কমলেও আকাশ মেঘলা ও স্যাঁতসেঁতে। শুক্রবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৪ ডিগ্রি কম। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এই সময়ের স্বাভাবিক তাপমাত্রার তুলনায় ১.৮ ডিগ্রি কম। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি সামান্য কমলেও দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে শহরজুড়ে।

সম্পাদকীয়

নেপাল ট্রেলার মাত্র, আরও খারাপ পরিণতির অপেক্ষায় কলকাতা!

বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে গ্রিনহাউজ এফেক্ট। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক করে আসছেন পরিবেশবিদরা। কিন্তু এখনও না কোনও রাষ্ট্রনেতা, না আম জনতা, কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। ফলে নির্বিচারে বাড়ছে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। গলছে মেরুপ্রদেশের বরফ। ধ্বংস হচ্ছে হিমবাহ। সবমিলিয়ে বড়সড় বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে পৃথিবী। কিন্তু হুঁশ নেই কারও। এর ভয়াবহতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা সদ্য দেখে ফেলেছে নেপাল। শুধু নেপাল কেন, গোটা বিশ্বই দেখেছে এই বিভীষিকা। এই নিয়ে সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্ট সামনে এসেছে। তাতে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। সেই রিপোর্ট বলছে, নেপালের হিমস্খলন ও হড়পা বান একটা ট্রেলার মাত্র, সামনে আরও ভয়ংকর বিপদ এগিয়ে আসছে। সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির ব্যাপক প্রভাব পড়তে চলেছে দক্ষিণ এশিয়ার নিচু ব-দ্বীপ অঞ্চলে। তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা, মুম্বই ও ঢাকার নাম। আর এই রিপোর্ট সামনে আসতেই ঘুম উড়েছে দেশবাসীর। রিপোর্টে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে তাহলে ঘরবাড়ি হারাতে পারেন কমবেশি দেড় কোটিরও বেশি মানুষ। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে রেকর্ড গতিতে বেড়ে চলেছে সমুদ্রের জলস্তর। ২০১৪-২০২৩ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে ৪.৭ মিলিমিটার করে বেড়েছে জলস্তর। তবে রেকর্ড গড়ে শুধু ২০২৪ সালেই একধাক্কায় জলস্তর বেড়েছে ৫.৯ মিলিমিটার। সমুদ্রের জলস্তরের এই আকস্মিক বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে হিমবাহ গলে যাওয়া ও সমুদ্রের জল গরম হয়ে ওঠা। ফলে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তা রীতিমতো ভয়াবহ। তথ্য বলছে, গোটা বিশ্বের প্রায় ১০ শতাংশ জনসংখ্যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫ মিটারের কম উচ্চতার এলাকায় থাকেন। এভাবে জলস্তর বাড়তে থাকলে বিপুল সংখ্যক মানুষ শীঘ্রই বড়সড় বিপদের মুখে নিশ্চিত ভাবেই পড়তে চলেছে। জলস্তর বৃদ্ধির জেরে কলকাতা, মুম্বইয়ের মতো শহরগুলির সমস্যা হল সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে, নষ্ট হবে চাষের জমি, বাড়বে জলবাহিত রোগের প্রকোপ। ব্যাপক ক্ষতি হবে মৎস্যজীবীদের।

শব্দছক ২৬০

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. গলা ২. সমস্ত ৫. উত্তপ্ত ৬. প্রত্যুষ ৭. চোখে কম দেখে যে ৯. লখীন্দরকে দংশনকারী সর্প ১১. ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ সীমানায় ওড়িশার এক সমুদ্র সৈকত ১৩. বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি ১৬. ফটক সংলগ্ন রোয়াক ১৮. সাধারণ ভগ্নাংশের উপরি অংশ ১৯. কৃষ্ণ কালো বলে সেই অনুযায়ী নাম ২০. শহর কলকাতার জল যেখান থেকে সরবরাহ করা হয় ২১. চোখ ২২. ভয়

ওপর-নিচ: ১. পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ২. সরকার বিষয়ক ৩. পদ্ম ৪. যিনি হরণ করেন ৬. ভোগে প্রাণ সঁপে দেওয়া ৮. পদ্মের ডাঁটি ১০. আয়ত্ব ১২. শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী ১৩. অস্থির ১৪. কাঁচা বাড়ির ছাদ ১৫. শূণ্যতা প্রাপ্তি ১৬. বিপণি ১৭. শাল ইত্যাদি বড় গাছের সরু ডাল

সমাধান ২৫৯ — পাশাপাশি: ১. সাঁইবাবা ৪. আম ৬. ঝট ৭. ইনাম ৯. তাস ১০. হিসাব ১১. লাইলন ১২. বদমাস ১৪. আমতা ১৫. দল ১৬. ললনা ১৭. অগা ১৮. শয্যা ১৯. মহেশ্বর

ওপর-নিচ: ১. সাঁঝবেলা ২. ঝুট ৩. বাইসন ৫. মনিব ৮. মহিষাদল ৯. তালবেতাল ১২. বদনাম ১০. শস্যাগার ১৪. আকাশ ১৭. অশ্ব

আজকের দিন

■ **১৯৭৭** — নাসা ভয়েজার ১ মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করে।

■ **১৯৯৭** — নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ও ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসিনী মাদার তেরেসা ৮৭ বছর বয়সে ভারতের কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

জন্মদিন

যোগেন্দ্র যাদব

১৯৬৩ *বিশিষ্ট নির্বাচন বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্র যাদবের জন্মদিন।*

১৯৭৯ *বিশিষ্ট সরোদবাদক আয়ান আলি খানের জন্মদিন।*

১৯৮৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রজ্ঞান ওঝার জন্মদিন।*

রাধাকৃষ্ণন: প্রসঙ্গ নোবেল পুরস্কার

সঞ্জয়কুমার দাস

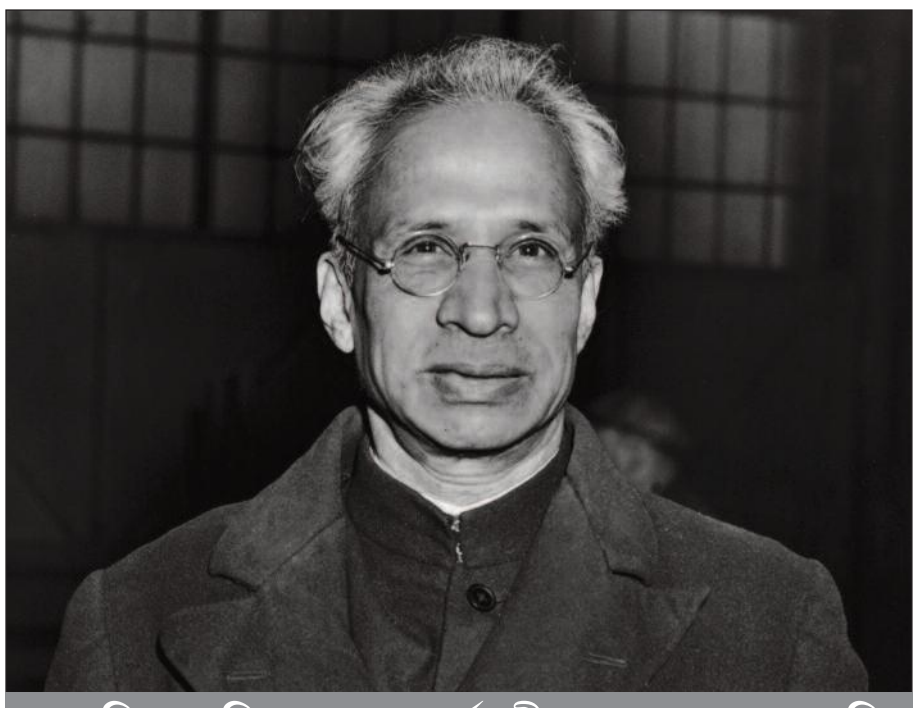

আজ শিক্ষক দিবস ● ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন

জীবন্ত মানুষের জন্মদিন এভাবে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে পালিত হয়, এমন দৃষ্টান্তের পরিসংখ্যান দুই অঙ্কে গড়াবে কিনা সন্দেহ আছে! কিন্তু সে সন্দেহের মাথা খেয়ে বাস্তবের আঙিনায় বিচরণ করলে যে অসম্ভভাব্য সম্ভবের সাথে শুভদৃষ্টির সম্ভাবনায় মোহিতের অবসর রচিত হবে, সে দিনটি আবশ্যিকভাবেই ভারতের জাতীয় শিক্ষক দিবস। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যে দিবসের আত্মা এবং সে দিনটি ৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৬২ সালে যার ভিত্তিপ্রস্তর। ১৯৭৫ সালে নিভে যায় সে জীবন্ত কিংবদন্তির প্রাণদীপ। ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহাসমারোহে এ দিনটি পালিত হয়। সম্মানিত হন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। প্রাসঙ্গিক চর্চায় ক্ষণিকের আলোক বর্তিকায় উদ্ভাসিত হন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। কিন্তু সে আলোচনায় জন্ম-মৃত্যু, ব্যক্তিজীবন-কর্মজীবনের গতানুগতিকতার শৈবালদাম রুদ্ধ করে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ বিতরণে। এ যেন ধরা-বাঁধা জীবনগাথা। এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, শিক্ষকতা, উপরাষ্ট্রপতি - রাষ্ট্রপতি, ভারতরত্ন, নাইট উপাধি প্রাপ্তি অসুস্থতা ও অগ্যস্ত যাত্রায় পরিশীলিত। আবার কোনও কোনও আলোচনায় যদুনাথ সিংহ মহাশয়ও আপন কক্ষপথ থেকে সরে এসে রাধাকৃষ্ণন বলয়ে প্রবেশ করেন। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সে জবাবদিহিকে কেন্দ্র করে সূচনা হয় মহাবিতর্কের। যে বিতর্ক শেষপর্যন্ত আদালতেও গড়ায়। যদুনাথকে সমর্থন করে পত্রও লেখেন শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সে পত্রে তিনি যদুনাথকে লিখেছেন, ওহে বাপু! করিয়াছ কি ? একেবারে বিষ্ঠার হাঁড়ি হাটের মাঝে ভাঙ্গিয়া দিলে ? তবে তোমারই বা অপরাধ কি ? যাহা করিয়াছ আত্মরক্ষার্থে। তুমি এপ্রিল মাসের ঞ্চট্ট তে (Modern Reviewতে) জবাব দিয়াছ তাহার উপর আর কাহারও কলম চালাইবার সাধ্য নাই। এই প্রকার Plagiarism বড়ই আক্ষেপের ও ক্ষোভের বিষয়। এই Controversy যে নিরপেক্ষভাবে পড়িবে সে কি প্রকার সে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই ।

যাহা হউক আমার পরামর্শ এই যে সমস্ত Research করিয়াছ এবং যে প্রকার পাণ্ডিত্য (vast erudition) দেখাইয়াছ তাহাতে তোমার একখানা নিজের গ্রন্থ Publish করা উচিত। ডাঃ শীলের যে প্রকার high opinion তোমার উপর আছে তাহা বলা বাহুল্য well-deserved." ২০০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে সেদিন কলকাতা হাইকোর্টে যে মামলা করেছিলেন যদুনাথ সিংহ, তার প্রতিক্রিয়ায় ১০০০০০ টাকার পাল্টা মামলা করেন ড. রাধাকৃষ্ণন। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, রায়দান না করেই কলকাতা হাইকোর্ট সেদিন মামলাটিতে স্থগিতাদেশ দিয়ে বিতর্কের গতি রোধ করেন। অবশ্য আমজনতা যদুনাথ-রাধাকৃষ্ণণ বিষয়টি যেমন চেটেপুটে খেয়েছেন, তেমন স্বাচ্ছন্দ্যে রাধাকৃষ্ণনের ইতিবাচক প্রতিভাসমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তোর সন্ধানে ব্রতী হননি। তাই এ সরলরৈখিক আলোচনায় নোবেল পুরস্কার ও ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রসঙ্গ, প্রক্ষিপ্ত মনে হতেই পারে।

নোবেল পুরস্কারের সাথে ভারতের প্রথম সংযুক্তি ১৯০২ সালে এবং সর্বশেষ ২০১৯ সালে। মীরাক্কেলীয়ভাবে প্রথম এবং শেষের বর্ষপঞ্জীর সংখ্যাটি যেন প্রায়-পেলিনড্রম সংখ্যা। ১৯০২ সালে নোবেল প্রাপক রোনাল্ড রস ছিলেন ভারতে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ নাগরিক এবং শেষেরজন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাক্রমে তিনিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন-বাঙালি নাগরিক। রোনাল্ড রস থেকে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যায়সারণিতে অবশ্য দেখা মিলবে না, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের। তবে কীভাবে নোবেল পুরস্কারের সাথে তাঁর নাম সংযুক্তির অবকাশ আছে? আলবৎ আছে। তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি ঠিকই কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সাতাশবার তাঁর নাম মনোনয়নের শ্লাঘনীয় অধ্যায় রচনা করেছে। প্রথমবার ১৯৩৩ সালে এবং শেষবার ১৯৬৬ সালে। অর্থাৎ ৩৪ বছরে ২৭ বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত। সম্ভবত আর কোনও ভারতীয়ের নাম এতোবার প্রস্তাব করা হয়নি। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নাম সেপর্যন্ত প্রস্তাবিত হয়েছে মাত্র ১১ বার, পন্ডিত জহরলাল নেহরুর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে মাত্র ১২ বার, স্যার চন্দ্রশেখর রমনের নাম ১২ বার, সেখানে ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম নোবেল কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে ২৭ বার। এও কি কম প্রাপ্তি? একথা ঠিক ড. রাধাকৃষ্ণন নোবেল পুরস্কার পাননি। কিন্তু তাঁর নোবেল না পাওয়ার বিমর্ষতাও সঙ্কুচিত হয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রস্তাবনার রকমফেরে। কেননা ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম দুটি বিভাগে প্রস্তাবিত। সাহিত্য ও শান্তি। সাহিত্যে ১৬ বার এবং শান্তিতে ১১ বার।

ড. রাধাকৃষ্ণন মহাশয়ের নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রথম প্রস্তাবক Knut Hjalmar Leonard Hammarskjd তে। যিনি সর্বমোট ৫০ বার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তন্মধ্যে ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ৫ বার। যথাক্রমে ১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালে। পাঁচবারই তিনি ড. রাধাকৃষ্ণণের নাম প্রস্তাব করেন সাহিত্য বিভাগে। সাহিত্য ষষ্ঠবারের জন্য ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করেন The PEN ১৯৫২ সালে। সপ্তমবার তাঁর নাম সাহিত্য বিভাগে নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য N.K. Sidhanta মহাশয় ১৯৫৬ সালে। শুধু ১৯৫৬ সালেই নয়, ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে সর্বমোট ৫ বার তিনি ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য। যথাক্রমে ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬১ এবং ১৯৬২ সালে। এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে N.K. Sidhanta মহাশয় শুধুমাত্র সাহিত্যেই নয় নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যেও ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করেছেন। যথাক্রমে ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে অর্থাৎ সর্বমোট চারবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করেন। শান্তি ও সাহিত্য মিলিয়ে মোট ৯ বার N.K. Sidhanta মহাশয় তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৫৭ সালে ড. রাধাকৃষ্ণণের নামের প্রস্তাবক ছিলেন Hywel David Lewis. ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ড. রাধাকৃষ্ণনের নামের প্রস্তাবক ছিলেন Arthur John Arberry. যথাক্রমে ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৩ সালেই ড. রাধাকৃষ্ণনের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে নাম প্রস্তাবে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি আর কেউ নন, ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালেই শেষবারের মতো নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাবিত হয়।

আর নোবেল শান্তি পুরস্কারে প্রথমবার তাঁর নাম প্রস্তাব করেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক L Venkatarangaiya ১৯৫০ সালে। ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় বার নোবেল শান্তি পুরস্কারে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক I.K. Duraiswasni. তৃতীয় বার তাঁর নাম প্রস্তাব করেন সাংসদ P.S. Katagopal Naisu ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৬ সালেই তাঁর নামের আরেক প্রস্তাবক ছিলেন আরেক সাংসদ K. M. Shah. তিনি ১৯৫৭ সালেও ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন। সাংসদ M.G. Reddy মহাশয় ১৯৬৩ সালে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম শেষবারের মতো নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক Christopher Hill ১৯৬৬ সালে। ২৭ বার নাম প্রস্তাবের যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এ নিবন্ধটিতে তুলে ধরার প্রয়াস দেখানো গেল, এ প্রয়াস অনুসন্ধিৎসু গবেষকের কৌশলী পদক্ষেপে আলোক দিশারী হয়ে উঠতে পারে।

ভারতীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে। ১৯১৬ সালে ভারত থেকে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য নাম প্রস্তাবিত হয় রবি দত্ত মহাশয়ের। ভারত থেকে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত তৃতীয় নামটি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। সময়টা ১৯৩৩ সাল। ততদিনে তিনি নাইটহুড উপাধি পেয়ে গেছেন। চুকিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাট। লিখে ফেলেছেন বহু গ্রন্থ। সে তালিকাটিও হিমালয়স্বরূপ। ''The Philosophy of Rabindranath Tagore" 1918, "The Hindu Dharma" 1922– "Indian Philosophy" Vol. 1– 1923– Vol. 2 1927– "The Hindu View of Life" 1927– "Indian Religious Thought" 1916– "Religion– Science and Culture" 2010– "An Idealist View of Life" 1929 এবং ''Kalki– or the Future of Civilization" (১৯২৯). স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাপী তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ।

যিনি আর্থিক অনটনতায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগরহিত তিনিই কিনা শপথ নেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার। এবং অদূর ভবিষ্যতে সে শপথ তিনি অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেন। হ্যাঁ একথা ঠিক, তাঁর বহুচর্চিত গ্রন্থের উপাদেয় বস্তুর উৎস নিয়ে আইনি জটিলতা বিচারালয়ের দ্বারে কড়া নেড়েছে। তথাপি তাঁকে নিয়ে আমাদের শ্লাঘার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই সরণিতে তাঁর শিক্ষকতা, উপরাষ্ট্রপতিত্ব, রাষ্ট্রপতিত্বের মাইলস্টোনগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখেও শ্লাঘা করা সাজে। বিশেষত ২৭ বার নোবেল পুরস্কারে মনোনয়নের জন্যেও।

তথ্যঋণ: ভট্টাচার্য নন্দলাল, 'জ্ঞানতাপস রাধাকৃষ্ণন', গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ - ২০০৩ উইকিপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়া ও অন্যান্য

এক ব্যতিক্রমী শিক্ষকের কথা

ড. কার্তিক কুমার মণ্ডল

তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই নন, বরং জীবনের শিক্ষক, জীবনে চলার পথে নিরুপম আশীর্বাদ। তিনি সম্মাননীয় স্বপন কুমার মণ্ডল, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় স্যার। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু প্রভাবিত নয়, মানব জীবনের সম্পূর্ণতার পাঠটুকু অযাচিতভাবে পেয়েছেন এই মানুষটির হৃদয় গহ্বর থেকে। সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল কর্মসূত্রে বর্তমানে পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দা। বছর তিনেকে দুটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর একদশকের বেশি তিনটি কলেজে অধ্যাপনার পর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে ২০১২ তে যোগ দেন পুরুলিয়ার সিধো- কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে সেখানেই তিনি প্রফেসর পদে আসীন(১ আগস্ট ২০১৫ থেকে)। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সাহিত্যচর্চায় হাতে খড়ি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় মায়ের অকাল বৈধব্য নিয়ে একটি কবিতা ও রামকৃষ্ণ হোস্টেলের পত্রিকায় 'আমি কবিতা' নামে একটি রম্য রচনা লিখে সাহিত্য জীবনের নান্দীপাঠ। ২০০৩ এর ২৩ এপ্রিল সংবাদপত্তরে 'বিশ্ব বই দিবসের আলোয়' নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে যথার্থভাবে সাহিত্যচর্চার আসরে সামিল হন। লেখাটির জন্য তিনি ষাট টাকা পেয়েছিলেন। সেটিই তাঁর লিখে প্রথম অর্থলাভ। তারপর নিয়মিত লেখালেখির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

এযাবৎ তাঁর প্রকাশিত বইগুলি হল 'বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি সমাজ' (সম্পাদিত, ২০০৬), 'বাংলা ও বাঙালি' (প্রবন্ধ সংকলন, ২০০৭), 'বিভূতিভূষণের জীবনবিভূতি' (২০০৭), 'চট্টগ্রামের সূর্য, ভারতের নবারুণ' (সম্পাদিত, ২০১০), 'মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী' (প্রবন্ধ-সংকলন, ২০১০), 'অনুভবে বৈভবে রবীন্দ্রনাথ' (রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন, ২০১১), 'সাহিত্য ও সাহিত্যিকঃ উপেক্ষার অন্তরালে' (২০১১), 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' (প্রবন্ধ সংকলন, ২০১১), 'বাছাই প্রবন্ধ' (২০১৪), 'বাংলা সাহিত্যে পঞ্চঅনন্যা' (২০১৪), 'অন্য জীবন, অনন্য জীবনী' (২০১৭), 'আত্মঘাতী দ্বিজেন্দ্রলাল' (২০১৯) প্রভৃতি।

শুধু প্রাবন্ধিক হিসেবেই নয় শিক্ষক হিসেবেও বর্ণময় তাঁর কর্ম জীবন। তাঁর জন্ম ১৯৭৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। বিগত ২০১৭ সাল থেকে ঘটা করে তাঁর জন্মদিনটি প্রাক্তন-বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগীদের সংগঠন জীবনের পরম পরশ কমিটি পালন করে আসছে। শুধু তাই নয় প্রতি বছর জন্মদিন উপলক্ষে 'শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল জীবনের পরম পরশ' নামক বই প্রকাশ করে আসছে। শিক্ষকের জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বই প্রকাশ বিরল ও ব্যতিক্রমী বলেই মনে হয়। তিনি বলেন, 'শিক্ষক শুধু পথপ্রদর্শক নয় আদর্শ পথিকও'।

স্যার আমাদের শুধু পথ দেখান না সেই পথে হেঁটে আমাদের এগিয়েও দেন বেশ কিছুটা। বিগত দশ বছরের তাঁর জন্মদিনের স্মারক গ্রন্থ ঘাটলে সেকথাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় 'পরম্পরা' শীর্ষক খবরে লেখা হয়- তআজ যেখানে সমাজে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান জানানোর পরম্পরা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে, সেখানে একটি অনুষ্ঠান সকলকে অবাক করে দিল। সমাজে আজ আর গুরুকুল নেই। কিন্তু আজও গুরু-শিষ্যের পবিত্র পরম্পরা উঠে এল স্বপন বাবুর জন্মদিনে অনুষ্ঠানে।' সাপ্তাহিক 'দাঁদড়' পত্রিকায় সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে লেখা হয় তএই অস্থির সময়ে যখন শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান জ্ঞাপনের

পরম্পরা বিলুপ্তপ্রায় তখন এমন একটি অনুষ্ঠানে সচকিত সমাজ প্রত্যক্ষ করে শিক্ষক হৃদয়ের পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা ওঠা ছাত্র হৃদয়ের দেবাসনে স্থানপ্রাপ্ত শিক্ষক বিরল হলেও বিলুপ্ত নয়।দ

২০১৭ সালে প্রকাশিত জন্মদিন স্মারক গ্রন্থে অভ্রদীপ গোস্বামী জানিয়েছেন, স্বপনবাবুর উৎসাহে তার প্রথম কবিতার বই। গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের কলমে উঠে এসেছে মানুষ স্বপন কুমার মণ্ডলের কথা যিনি অনায়াসে বাজারের টয়লেট পরিষ্কার করতে পারেন্ গরীব মানুষকে দিতে পারেন কাপড়-জামা, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের করতে পারেন সহায়তা।

গাফফার আনসারী লিখেছেন, 'আমদের জ্ঞানের অ্যান্টেনা বাড়ানোয় সদা সচেষ্ট তিনি। জ্ঞানে জাহাজ সদৃশ হয়েও প্রচারে তিনি ডিঙির মতো- যেখানে হাঁটুজল, সেখানেও তিনি নির্বিঘ্নে সহজেই পৌঁছে যেতে পারেন। অন্য অনেকের অনেক গুণ থাকলেও এগুণ নাই, যেকারণেই স্বপনবাবু অতি সহজেই রামা-শ্যামা-মাইনকা-গদার নিকটে অনায়াসে পৌঁছাতে পেরেছেন।'

অন্যদিকে দিনেশ দাস লিখেছেন, 'জীবনে চলার পথে অনেক বাধা আসে, ঠিক তেমনি আমারও অনেক সমস্যা হয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল অর্থনৈতিক। আর সেই জন্যই যখন আমি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধকারের খাদের কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। স্যার আমাকে অন্ধকার থেকে তুলে এনে আলোর জগতে নিয়ে এলেন এবং বুঝিয়েছিলেন যে জীবন মানেই সংগ্রাম, মানুষকে সংগ্রাম করেই এগিয়ে যেতে হয়।'

আবার অক্ষয় সামন্ত লিখেছেন- 'সময় সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন এবং দায়িত্ববান। অকারণে ক্লাস না করে তিনি পছন্দ করতেন না। মনে পড়ে ঝড়-জলের মধ্যেও সাইকেল নিয়ে ক্যাম্পাসে এসেছেন, ছয়জন ছাত্র নিয়ে আমাদের ক্লাস করিয়েছেন।'

তেমনি জয়দেব ব্যানার্জী তিনি লিখেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন আর্থিক ও মানসিক অন্ধকারে প্রায় তলিয়ে যাচ্ছিলাম, উনি শক্ত হাতে ধরেছিলেন। নাহ্ আর্থিক সাহয্য দিয়ে নয়, মেরুদণ্ড সোজা রাখার মন্ত্র দিয়ে, অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে। আমার জীবনে তাঁর অবদান অনেকখানি। তিনি আমার গুরুদেব। অনেক জন্মের তপস্যা করেছি বলেই হয়তো এমন মানুষ আমাকে আপন করে নিয়েছেন। যেকোনো সমস্যাতে পাশে থেকেছেন। আমি তাঁর কাছে চিরঋণী। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই আমি আমার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছেই তো তিনি বড় হওয়ার স্বপ্নের ফেরিওয়ালা।' তাঁর কাছে নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজের কাছে গর্বে হওয়া উচিত।

শৈবাল কর্মকারের লেখায় সেকথাই উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন- 'তখন আমাদের মনে ধারণা ছিল স্যারেরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, নিশ্চয়ই বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কলকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী থেকে পড়ে এসেছেন। স্যারকে সেকথা জিজ্ঞেস করাতে স্যার হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছোটো-বড়োর সঙ্গে সম্পর্ক কী, শিক্ষা ও জ্ঞান পাওয়াটাই আসল। নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মা-বাবার মতো। কালা হোক, বোবা হোক- সে তো আমার বাবা-মা-ই।'

আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি স্যার এর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি । নিজেকে নিজের মতো করে তৈরি করার শিক্ষা যিনি দিয়ে থাকেন তিনি স্বপন কুমার মণ্ডল। আমার উত্তর চল্লিশ জীবনেও স্যার হলেন আলো-বাতাস-জল। একটু আলো-বাতাস- জল পেলে বীজ যেমন আপনা-আপনি অঙ্কুরিত হয় , আবার সেই অঙ্কুরই একদিন মহীরুহ হয়ে ওঠে । তেমনি স্যার-এর সান্নিধ্যে এসেই মনের গহনে লুকিয়ে থাকা শুভ বুদ্ধিগুলো একটু একটু অঙ্কুরিত হয় ।

জানি না সেগুলো মহীরুহ হয়ে উঠবে কি না? তবে এই কয়েক বছরে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররা যখন হতাশা গ্রস্ত (যে কোন রকম সঙ্কট) হয়ে পড়ে ছুটে চলে আসে স্যার এর কাছে, বাড়িতে বা সান্ধ্য আড্ডায়। স্যার যেন তাদের পরম আশ্রয়। অনেককেই এরকম পরিস্থিতিতে আসতে দেখেছি স্যার এর কাছে । আসার সময় যে ছেলেটার চোখে নিবুনিবু লণ্ঠনের শিখা যাবার সময় তারই চোখে জ্বলে ওঠে হাজার ঝাড় বাতির আলো। এই আলোর পথের দিশারি আমাদের স্যার সবসময় আমাদের (ছাত্র-ছাত্রীদের) আলোকিত পরিসরে পৌঁছে দেবার স্বপ্নে মশগুল ।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

যে কেউই চরিত্র পরিবর্তন করতে পারে, ধরে রাখতে পারে কেউ কেউ। যে নির্বিচারে নিজের স্বার্থে চরিত্র পরিবর্তন করে, তার বহুরূপী চরিত্র আসলে চরিত্রহীনতার পরিচয়।

কৌট-আনকৌট

এর থেকে ভালো মুখ্যমন্ত্রী আর হতে পারে না। আমি গ্যারান্টি দিয়ে একথা বলছি। শপথ নেওয়ার পর থেকে উনি কাজ করে চলেছেন। আমাদের সৌভাগ্য ওঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পেয়েছি। ওঁর পিছনেই রয়েছি।

মিঠুন চক্রবর্তী, অভিনেতা, বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শ্রীকৃষ্ণের ৫ হাজার ২৫৩তম আবির্ভাব তিথি উৎসব উদযাপন মায়াপুর ইসকনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে রীতিটি মেনে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে শুরু হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫ হাজার ২৫৩তম আবির্ভাব তিথি উদযাপন অনুষ্ঠান। শুক্রবার ভোর রাত থেকে মঙ্গল আরতির মাধ্যমে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর শুরু হয় বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। একই সঙ্গে চলে দামোদর অষ্টকম মন্ত্র পাঠ। সমগ্র দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে সাথে মধ্যরাত্রিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সন্ধিক্ষণে শুরু হবে মহাভিষেক অনুষ্ঠান। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হয়েছেন ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে। ইতিমধ্যেই ফুল ও আলোক মালায় সাজানো হয়েছে গোটা ইস্কন চত্বর। সমস্ত ইসকন ভক্তরা সারাদিন উপবাস থেকে মহাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মায়াপুরে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে এদিন ভোর থেকে একদিকে যেমন দর্শনার্থীদের ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে, অন্যদিকে তাল মিলিয়ে চলে পুলিশি তৎপরতা। এই বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, 'ভোরবেলা মঙ্গল আরতির মাধ্যমে শুরু হয়েছে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা, এরপর বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ, মহাভিষেক অনুষ্ঠান-সহ সারাদিন নাম সংকীর্তন চলবে।' সব মিলিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের আগমনে মিলনমেলায় পরিণত হয়ে ওঠে মায়াপুর ইসকন।

উৎসব আবহে 'ভয় আউট, ভরসা ইন' তত্ত্ব দিলেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শুক্রবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত মহিষীলা গ্রামের দয়ালবাবা আশ্রমে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে, আশ্রম কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে পুজো দিতে আসেন রাজ্যের পুর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। উৎসব আবহে তিনি বলেন, 'জন্মাষ্টমীর শুভ লগ্ন থেকে পশ্চিমবঙ্গে উৎসব শুরু হল। আগামী উৎসবের মুহূর্তে উৎসব মুখর জনতাকে একটা কথাই বলতে চাই, 'ভয় আউট ভরসা ইন'-এই সরকার সবার, উৎসব সবার, তাই সবাই মিলে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব উদযাপন করা হোক। উন্নয়ন হোক রাজ্যের।' উল্লেখ্য, এদিন সকালে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দয়ালবাবা আশ্রমে আসেন অগ্নিমিত্রা পল। তিনি এই আশ্রমের মন্দিরে অবস্থিত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিতে প্রণাম নিবেদন করেন। পরে তিনি আশ্রম উন্নয়ন স্বার্থে আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠকও সারেন।

সিউড়িতে শিশুদের কৃষ্ণরূপে রূপসজ্জা প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: শুক্রবার সারা দেশ তথা বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পালিত হল শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমী উৎসবকে সামনে রেখে সংস্কার ভারতীর বীরভূম জেলা শাখার উদ্যোগে শুক্রবার সকালে সিউড়ি পাইকপাড়ার সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দির বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল শ্রীকৃষ্ণ রূপসজ্জা প্রদর্শন। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা শ্রীকৃষ্ণের নানা রূপে সেজে নিজেদের মেলে ধরে। কারও মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, হাতে বাঁশি, পরনে হলুদ ধুতি, আবার কেউ সেজেছিল বালক কৃষ্ণের বিভিন্ন চরিত্রে। শিশুদের এই মনোমুগ্ধকর রূপসজ্জা ঘিরে স্কুল চত্বরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। জন্মাষ্টমীর তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও তাঁর নানা লীলার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের এই রূপসজ্জা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রায় ২০ জন শিশু তাদের সৃজনশীলতা তুলে ধরে। অন্যান্য বারের মতন এবারও কৃষ্ণ রূপসজ্জার মাধ্যমে শিশু মনের সাংস্কৃতিক চর্চাকে উৎসাহিত করা হয় বলে জানান সংস্কার ভারতীর জেলা সম্পাদক স্বরূপ সরকার। অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে খুদে কৃষ্ণদের সাজে এদিন কার্যত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

চুঁচুড়ায় তৃণমূল নেত্রীর রেস্তোরাঁয় উদ্ধার মেয়াদোত্তীর্ণ চিজ, পচা মাংস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারের এই রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে সেখানকার পরিবেশ দেখে চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনের। এ বার চুঁচুড়া ময়ূরপঙ্খী ঘাটের একটি রেস্তোরাঁয় যৌথ অভিযান চালাল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও জেলা প্রশাসন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্কমৌলি কর, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) দেবযানী বসু মল্লিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য ঘোষ এবং প্রশাসনের কর্তারা। প্রশাসন সূত্রে খবর, এদিন স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তর, জেলা প্রশাসন যৌথভাবে সকাল ১১টা নাগাদ গঙ্গা তীর লাগোয়া ওই রেস্তোরাঁয় হানা দেন। চুঁচুড়া পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার তথা তৃণমূল নেত্রী মৌসুমি সাহার মালিকানায় থাকা রেস্তোরাঁ থেকে উদ্ধার হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয়, চিজ, শিশুদের খাবার ও বাসি পচা মাংস। পাশাপাশি, জমিয়ে রাখা ঘি, যার কোনও ব্যাচ নম্বর ও মেয়াদের তারিখের উল্লেখ নেই। অতিরিক্ত জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) দেবযানী বসু মল্লিক বলেন, 'গঙ্গার ধারে একটি রেস্তোরাঁ থেকে একাধিক মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার, পচা মাংস উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলি নষ্ট করা হয়েছে। ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।' এবিষয়ে রেস্তোরাঁর কেউ মন্তব্য করতে চাননি। রেস্তোরাঁর রান্নাঘরের অবস্থাও খারাপ। চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে মাথা ঘুরে যায় প্রশাসনের কর্তাদের। দেরি না করে সমস্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ বিপজ্জনক খাবার পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়।

বন্যাকবলিত ঘাটাল পরিদর্শনে মহকুমা শাসক ও বিধায়ক। দুর্গতদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে।

নিজেই নৌকো চালিয়ে বন্যা দুর্গতদের খোঁজ নিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিজে নৌকো চালিয়ে বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী, খতিয়ে দেখলেন ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। একদিকে ভারী বৃষ্টি, অন্যদিকে দফায় দফায় ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হয়েছে কয়েকশ বিঘা সবজি জমি ও বেশ কয়েকটি পরিবার। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার সকাল থেকে এলাকায় ঘুরে বন্যা দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী। তিনি নিজে নৌকা চালিয়ে সোনামুখীর উত্তর নিত্যানন্দপুর সংসদের যে দুটি পরিবার বন্যায় গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিলেন তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং আগামী দিনে সব রকমভাবে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কৃষকদের আর্থিকভাবে দ্রুত কিভাবে সহযোগিতা করা যায় তার আশ্বাস দিলেন। এলাকার সাধারণ মানুষ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি, 'বিগত দিনে এভাবে বিধায়ক তথা জনপ্রতিনিধি এভাবে পাশে কেউ দাঁড়াননি। কিন্তু তিনি যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমাদের খোঁজখবর নিয়েছেন আমরা মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এবং উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করে সব রকমভাবে পাশে থাকার বার্তা দিলেন।'

ওরিয়েন্ট বেভারেজস লিমিটেড

(কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং : L15520WB1960PLC024710)
রেজি. অফিস : "অ্যালপে কোর্ট", ৩য় ফ্লোর, ২২৫সি, এ. জে. সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০, পব
ফোন : (০৩৩) ২২৮১ ৭০০১, **ইমেল :** cs@obl.org.in **ওয়েবসাইট :** www.obl.org.in

৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আগামী **মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারিকৃত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নম্বর ৩/২০২৫ এবং এমসিএ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক এই বিষয়ে জারিকৃত অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির (যা একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়া ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে) সাথে পঠিত প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে এজিএম আহ্বান করা হবে।

আইনের ধারা ১০৮-এর বিধান এবং উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের কোম্পানির এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ("বার্ষিক প্রতিবেদন") ০৪.০৯.২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট ("ডিপোজিটরি")-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.obl.org.in**-এও উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানি আইন-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫-এর রুল ২০ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পঠিত বিধান অনুসারে, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") দ্বারা প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলীর উপর রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য সদস্যদের সুবিধা প্রদান করেছে। বিধিমালার অনুসারে বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. রিমোট ই-ভোটিং **শনিবার, ২৬.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং সোমবার, ২৮.০৯.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায়** শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধাটি অবরুদ্ধ করা হবে।
২. কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২.০৯.২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
৩. যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করেননি তারা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সভায় তাদের ভোট দিতে পারবেন। এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং করার জন্য অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির নোটে উল্লেখিত নির্দেশাবলী দেখুন। যদি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট দেওয়া হয়ে থাকে তবে সদস্যদের এজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৫. কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত মেম্বারস রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এর রেজিস্টারে শুধুমাত্র যে ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ আছে, তিনিই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।
৬. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি নির্দিষ্ট মাধ্যমে সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.obl.org.in**, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** এবং সিডিএসএল -এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে।
৭. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২.০৯.২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ সিডিএসএল-কে বা **cs@obl.org.in**-এ কোম্পানিকে বা এর নিবন্ধিত কার্যালয়ে ডাকযোগে অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আগে থেকেই সিডিএসএল -এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
৮. ফিজিক্যাল/ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/বা এজিএম-এ ই-ভোটিং সহ ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যুক্ত হওয়ার জন্য লগইন বিবরণ পেতে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৯. এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে হেল্প সেকশনের অধীনে সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এ উপলব্ধ **এফএকিউ**-গুলি দেখুন বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ই-মেইল লিখুন, যিনি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সম্পর্কিত অভিযোগগুলির সমাধান করবেন অথবা **১৮০০ ২১ ০৯৯১১** টোল ফ্রি নম্বরে সিডিএসএল-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

আইন-এর ধারা ৯১ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ১০-এর বিধান অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস **বুধবার, ২৩.০৯.২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২৯.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ)** বন্ধ থাকবে।

ওরিয়েন্ট বেভারেজস লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
জিউত প্রসাদ
কোম্পানি সেক্রেটারি
এসিএস-২৮৭৫৮

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড

(পূর্বতন সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L65993WB1989PLC047002
নিবন্ধিত কার্যালয় : আজিমগঞ্জ হাউস, ২য় ফ্লোর, ৭, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা-৭০০০১৭ ফোন : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০
ইমেইল : investors@sastasundar.com ওয়েবসাইট : www.healthxplatform.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড (পূর্বতন সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড নামে পরিচিত) ("কোম্পানি")-এর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও-কনফারেন্স ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়ের ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি করা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাধারণ সার্কুলার (এতদপর এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') দ্বারা জারি করা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির (সেবি সার্কুলার) সাথে পঠিত বিধানগুলি মেনে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় অংশগ্রহণের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এজিএম-এর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত সার্কুলারগুলি মেনে, এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠিয়েছে যাঁদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। যে সকল সদস্যদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাঁদের ডাকযোগে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে একটি ওয়েব-লিঙ্ক রয়েছে, যেখান থেকে কোম্পানির ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.healthxplatform.com, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড -এর https://instavote.jinkintime.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের www.nseindia.com ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে।

এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং **সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ)** তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া যেকোনো ব্যক্তিকে কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এজিএম নোটিশে উল্লিখিত ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা আরটিএ, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এমআইআইপিএল)-এর সাথে kolkata@in.mpms.mufg.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। সমস্ত সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে

(১) ৩৭তম এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সাহায্যে সম্পন্ন করা হবে,
(২) রিমোট ই-ভোটিং **শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে**;
(৩) রিমোট ই-ভোটিং **রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে**;
(৪) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের **কাট-অফ তারিখ হলো সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬;**
(৫) ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার পর ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না;
(৬) সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে :

- ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার পরে এমআইআইপিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং নিষ্ক্রিয় করা হবে, এবং একবার সদস্যরা কোনো রেজোলিউশনে ভোট দেওয়ার পরে, সদস্যদের পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না;
- এজিএম চলাকালীনও ই-ভোটিং সুবিধা উপলব্ধ থাকবে, এবং যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত রয়েছেন, যাঁরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাঁদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বারণ করা হয়নি, তাঁরা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন;
- যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাঁদের পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না; এবং
- কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যাঁর নাম রেকর্ড করা আছে কেবল তিনিই ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন
- যে সদস্যরা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড শেয়ার ধারণ করেছেন এবং যাঁরা তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে তা আপডেট/নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, এবং যে সদস্যরা ফিজিক্যাল শেয়ার ধারণ করেছেন তাঁদের https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html-এ উপলব্ধ ফর্ম আইএসআর-১ সহ তাঁদের ইমেল ঠিকানা আরটিএ-তে আপডেট/নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা kolkata@in.mpms.mufg.com-এ এমআইআইপিএল, আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।
- ভোটদান প্রক্রিয়া (ই-ভোটিং বা অন্যথায়) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে যাচাই করার জন্য কোম্পানি প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (মেম্বারশিপ নং ১৭১৯০ এবং সিপি নং ১৮৪২৮), মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর পার্টনার শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।

সভাটি ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে, যেখানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি বাতিল করা হয়েছে, সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী কোনো সদস্য তাঁর পরিবর্তে সভায় যোগদানের জন্য প্রক্সি নিয়োগ করার যোগ্য নন।

ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি ৩৭তম এজিএম-এর নোটিশের পাশাপাশি এমআইআইপিএল দ্বারা সদস্যদের পাঠানো ইমেলেও প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, অনুগ্রহ করে https://instavote.linkintime.co.in-এর হেল্প বিভাগে উপলব্ধ সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ("এফএকিউএস") এবং ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখুন, অথবা enotices@in.mpms.mufg.com-এ একটি ইমেল লিখুন অথবা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করুন।

৩৭তম এজিএম সমাপ্ত হওয়ার দুটি কার্যদিবসের মধ্যে ভোটদানের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফল অবিলম্বে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.healthxplatform.com এবং এমআইআইপিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা হবে। কোম্পানি দ্বারা এই ফলাফলগুলি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই)-এ পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড এর পক্ষে
(পূর্বতন সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড)
স্বা/-
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম. নং- এসিএস ২৪০৮১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৬

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN : L27120WB1947PLC015767
রেজি. অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৪তম ফ্লোর, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

নোটিশ

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে এজিএম-এ প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল-এর) এবং এজিএম-এ ব্যালট ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। ২৩.০৯.২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ধারণ করা হবে এবং উক্ত সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ভোটদানের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। যে সদস্যরা ই-ভোটিং করেছেন তাঁরা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে পুনরায় তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং শুরু হবে ২৭.০৯.২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় এবং শেষ হবে ২৯.০৯.২০২৬ বিকাল ৫.০০ টায়, এরপর ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

এজিএম-এর নোটিশ ০৪.০৯.২০২৬ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেল করা হয়েছে যাঁরা তাঁদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন এবং এটি এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hul.net.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। যে সদস্যরা তাঁদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাঁরা ডিপোজিটরি/আরটিএ-এর কাছে তা করতে পারেন।

এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে যাঁরা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তাঁরা ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে evoting@nsdl.co.in-এ এনএসডিএল-কে বা kkg@hul.net.in-এ কোম্পানিকে লিখতে পারেন। যে সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত আছেন, তাঁরা তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন।

এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস ২৪.০৯.২০২৬ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড-এর পক্ষে
শিখা বাজাজ
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৬

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN : L51109WB1981PLC034037
রেজি. অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৪তম ফ্লোর, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ফাইভ , সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

নোটিশ

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে এজিএম-এ প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল-এর) এবং এজিএম-এ ব্যালট ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। ২২.০৯.২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ধারণ করা হবে এবং উক্ত সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ভোটদানের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। যে সদস্যরা ই-ভোটিং করেছেন তাঁরা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে পুনরায় তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং শুরু হবে ২৬.০৯.২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় এবং শেষ হবে ২৮.০৯.২০২৬ বিকাল ৫.০০ টায়, এরপর ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

এজিএম-এর নোটিশ ০৪.০৯.২০২৬ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেল করা হয়েছে যাঁরা তাঁদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন এবং এটি এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.asutosh.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। যে সদস্যরা তাঁদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাঁরা ডিপোজিটরি/আরটিএ -এর কাছে তা করতে পারেন।

এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে যাঁরা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তাঁরা ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে evoting@nsdl.co.in-এ এনএসডিএল-কে বা asutosh@asutosh.co.in-এ কোম্পানিকে লিখতে পারেন। যে সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত আছেন, তাঁরা তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন।

এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস ২৩.০৯.২০২৬ থেকে ২৯.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড-এর পক্ষে
নারায়ণ বাহেতি
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৬

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি. অফিস : ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন : (০৩৩)২২২৩৩৩৯৪, **ইমেল :** periatea@lnbgroup.com, **ওয়েবসাইট :** www.periatea.com
CIN : LO1132WB1913PLC220832

১১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ১১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার ভারতীয় প্রমাণ সময় (আইএসটি) সকাল ১০.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ের (ওএভিএম) মাধ্যমে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সেবি দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০, ১৫ জুন, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১, ২৩ জুন, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১, ৫ মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সেই সাথে ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, ১২ মে, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, ১৩ মে, ২০২২ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 (সম্মিলিতভাবে "উক্ত সার্কুলারগুলি" হিসাবে উল্লেখিত)-এর সাথে পঠিত বিধানগুলি মেনে এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক জারিকৃত উপরোক্ত সার্কুলারসমূহ মেনে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, যার মধ্যে রয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর প্রতিবেদন, অডিটরস-এর প্রতিবেদন এবং তৎসহ সংযুক্ত অন্যান্য নথিপত্র এবং কোম্পানির ১১৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, যা অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি নির্দেশ করে, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের। অধিকন্তু, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সকল সদস্যদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছে একটি পত্র পাঠানো হচ্ছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে এমন ওয়েব-লিঙ্ক এবং নির্দিষ্ট পথ দেওয়া রয়েছে।

সদস্যরা আরও নোট করতে পারেন যে, ১১৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে (লিঙ্ক https://www.periatea.com/ annual-reports/) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ এনএসই লিমিটেড -এর www.nseindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) -এর ওয়েবসাইট www.evotingindia. com-এও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (১৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখ থেকে সংশোধিত), সাধারণ সভা সংক্রান্ত সিক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২)-এর ক্লজ ৭.২, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার এবং অন্য কোনো প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলার মেনে, কোম্পানি এজিএম-এ সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা (ই-ভোটিং) তার সদস্যদের প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধার্থে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর সাথে একটি চুক্তি করেছে, যা অনুমোদিত ই-ভোটিং সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর দিনে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা প্রদান করা হবে।

মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি-কে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সকল সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে :

ক) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায় শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
খ) কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা উপভোগ করার অধিকারী হবেন।
গ) ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬) আগে কোনো ব্যক্তি শেয়ার অর্জন করলে এবং কোম্পানির সদস্য হলে, তিনি কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-কে investor.helpdesk@in. mpms.mufg.com এই ইমেল আইডিতে অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন।
ঘ) কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬) কর্মঘণ্টা শেষের সময় ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্য একবার ভোট দিলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, এভিপি, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩-কে সম্বোধন করে পাঠানো যেতে পারে বা helpdesk.evoting@ cdslindia.com-এ ইমেল পাঠানো যেতে পারে বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করা যেতে পারে।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং তৎঅধীন প্রণীত প্রযোজ্য বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের ইকুইটি শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদানের (যদি অনুমোদিত হয়) জন্য সদস্যদের রেকর্ড নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংঘানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৬

জে. জি. কেমিক্যালস লিমিটেড

অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫, ইউনিট নং ১৫১১, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন ব্লক, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১, ভারত
ইমেল : corporate@jgchem.com | ওয়েব : www.jgchem.com
CIN : L24100WB2001PLC093380

ভিডিও কনফারেন্স এবং আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ("ভিসি/ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০৩.৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্স / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ভিসি/ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এই বিষয়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন সার্কুলারগুলি মেনে কোম্পানির ২৫তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়।

উক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ২৫তম এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই, বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য এবং সাথে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন থাকবে, যা যথাসময়ে সদস্যদের আলাদাভাবে ই-মেল করা হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আইনের ধারা ১০৩-এর বিধান অনুসারে কোরামের জন্য গণনা করা হবে।

কোম্পানি ২৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠাবে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি বা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') বা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("ডিপোজিটরি") বা কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড - রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। কোম্পানি বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠাবে যারা বিশেষভাবে cs@jgchem.com-এ অনুরোধ করবে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jgchem.com, যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইট, বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ করা হবে।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যুক্ত হওয়ার এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী ২৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে সাবধানে তা পড়ে দেখার জন্য। যে সদস্যদের এজিএম-এর আগে বা চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা এবং/ বা ভিসি/ওএভিএম সুবিধা সম্পর্কিত সহায়তার প্রয়োজন, তারা evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন বা কল করতে পারেন ০২২- ৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে।

পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য সুপারিশকৃত প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১.১০ টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ, যদি ২৫তম এজিএম-এ ঘোষণা করা হয়, তবে (উৎসস্থলে কর কর্তনের পর) বিভিন্ন অনলাইন ট্রান্সফার মোডের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে সেই সমস্ত সদস্যদের প্রদান করা হবে যারা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করেছেন। সেবি-র নির্দেশ অনুযায়ী, লভ্যাংশ পেমেন্ট শুধুমাত্র কেওয়াইসি সম্মত ফোলিও নম্বর/ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে ক্রেডিট করা যেতে পারে। তাই সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে নিশ্চিত করতে যে তাদের কেওয়াইসি বিবরণ যথাযথভাবে আপডেট করা হয়েছে। আপডেটের বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

উপরের তথ্যগুলি কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও উপকারের জন্য জারি করা হচ্ছে এবং প্রযোজ্য এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার(গুলি) মেনে করা হচ্ছে। সদস্যরা কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড, সেলেনিয়াম বিল্ডিং, টাওয়ার বি, প্লট নং ৩১-৩২, ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুড়া, সেরিলিংগামপল্লী, হায়দ্রাবাদ রাঙ্গারেড্ডি, তেলেঙ্গানা - ৫০০ ০৩২, ফোন ১-৮০০-৩০৯-৪০০১-এ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
জে.জি. কেমিক্যালস লিমিটেড
স্বা/-
স্বাতী পোদ্দার
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান - কলকাতা
তারিখ - ০৪.০৯.২০২৬

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

সিআইএন: L51909WB1995PLC071730
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, **ইমেইল:** kvl@lnbgroup.com, **ওয়েবসাইট:** www.lnbgroup.com

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার ভারতীয় প্রমাণ সময় (আইএসটি) দুপুর ২.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ের (ওএভিএম) মাধ্যমে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস, এমসিএ কর্তৃক জারি করা ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৫ই মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০, ১৫ই জুন, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১, ২৩শে জুন, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১, ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১, ৫ই মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সেই সাথে সেবি দ্বারা জারি করা ১৫ই জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, ১২ই মে, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, ১৩ই মে, ২০২২ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, ৫ই জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4, ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 এবং ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 (সম্মিলিতভাবে "উক্ত সার্কুলারগুলি" হিসাবে উল্লেখিত)-এর সাথে পঠিত বিধানগুলি মেনে এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, যার মধ্যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, বোর্ডের প্রতিবেদন, অডিটরদের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথিপত্র রয়েছে, পাশাপাশি ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং ধরণ নির্দেশকারী কোম্পানির ৩০তম এজিএম-এর নোটিশ বৈদ্যুতিনভাবে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয়েছে। অধিকন্তু, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, একটি চিঠি যাতে ওয়েব-লিঙ্ক এবং সঠিক পাথ প্রদান করা হয়েছে যেখান থেকে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে, তা সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে যাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই।

সদস্যরা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে ৩০তম এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬ কোম্পানির ওয়েবসাইট লিঙ্কে https://kiran.lnbgroup.com/reports/ Annual-General-Meeting/30th%20Annual%20General%20Meeting/Kiran%20Vyapar%20Annual%20Report%20-%202026.pdf এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com -এ উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম-এর নোটিশ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ এবং ১৯শে মার্চ, ২০১৫ থেকে কার্যকর কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, সাধারণ সভার উপর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) -এর ক্লজ ৭.২, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৪ এবং এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার এবং অন্য যেকোনো প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলার-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর বিষয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত ই-ভোটিং এজেন্সি হিসেবে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) -এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম -এর দিনে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা প্রদান করা হবে। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সমস্ত সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে:

ক) রিমোট ই-ভোটিং পিরিয়ড ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এরপর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল (সিডিএসএল) দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে।
খ) কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার তারিখে যে সমস্ত সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে কোম্পানির শেয়ার ধারণ করেছেন, কেবল তাঁরাই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
গ) ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) তারিখে কোম্পানিতে তাঁদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি নোটিশ পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬) আগে শেয়ার অধিগ্রহণ করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তিনি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডকে contact@mdplcorporate.com ইমেইল আইডিতে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন।
ঘ) কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬) কার্যদিবস শেষ হওয়ার পর ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেননি, তাঁরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম-এ তাঁদের ভোট দিতে পারেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। একবার সদস্যের দ্বারা ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, সদস্যকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার যদি কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ ইমেইল করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর 1800 21 09911 -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ দালভি, এভিপি, (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফিলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০০১৩-এর ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ ইমেইল করা যেতে পারে অথবা টোল ফ্রি নং 1800 21 09911-এ কল করা যেতে পারে।

এতদ্বারা আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৯১-এর বিধানাবলী এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য রুলস এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ইকুইটি শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদানের জন্য (যদি অনুমোদিত হয়) সদস্যদের রেকর্ড নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশানুসারে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং F8857

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬

নিউ ফরাক্কায় রেললাইনে ধস কলকাতা-উত্তরবঙ্গ যাতায়াতে ভোগান্তি

বিভিন্ন বাসে টিকিটের 'কালোবাজারি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ঢোকার মুখেই আপ লাইনে ধস নামে বৃহস্পতিবার। ঘটনার পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। এখনও চলছে লাইন মেরামতির কাজ। ফরাক্কায় রেললাইনে ধসের কারণে, উত্তরবঙ্গগামী একাধিক ট্রেন বাতিল রয়েছে শুক্রবারও। পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার রাতে কাজ চলাকালীন আবারও ধস নামে রেল লাইনে। যে কারণে কাজ করতে দেরি হয়। নতুন করে ধস নামার কারণে রেললাইন ও ইলেকট্রিক পোল সরে যায়। রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক থেকে রেলের ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতিতে প্রায় ১৫০ জনের অধিক রেলের কর্মচারীরা কাজ করছেন বলে জানা গিয়েছে।

পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রেলপথে উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ আপাতত বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মালদা ডিভিশনের নিউ ফরাক্কা রেল স্টেশনে রেললাইনের নীচে ধসের কারণে বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরবঙ্গগামী প্রায় সব ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে আগেই জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। নিউ ফরাক্কার স্টেশন ম্যানেজার তন্ময় বিশ্বাস জানিয়েছেন, একাধিক ট্রেন কলকাতা থেকে বাতিল করা হয়েছে। মালদা টাউন সাহেবগঞ্জ মেমু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, গৌড় এক্সপ্রেস, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, পদাতিক এক্সপ্রেস, কলকাতা রাধিকাপুর এক্সপ্রেসও বাতিল করা হয়েছে। টানা প্রবল বৃষ্টির জেরে বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় রেললাইনে ভয়াবহ ধস নেমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ট্রেন চলাচল। তবে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের লোকো পাইলটের অতি-তৎপরতায় এক মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনার হাত থেকে অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেয়েছেন হাজার হাজার যাত্রী। রেল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর রাতে ১টা ৯ মিনিট নাগাদ নিউ ফরাক্কা স্টেশন অতিক্রম করার সময় আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের লোকো পাইলট আচমকা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করেন। বিপদ বুঝে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি রেলের কন্ট্রোল রুমে জানান। তদন্তে দেখা যায়, প্রবল বৃষ্টিতে নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে আপ লাইনের নীচের মাটি ধসে গিয়ে ট্র্যাক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চালকের এই সময়োপযোগী সতর্কতার কারণেই এড়ানো গিয়েছে বড়সড় বিপর্যয়। ঘটনার খবর পেয়েই রেলের আধিকারিক ও কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ শুরু করেন। নিউ ফরাক্কার স্টেশন ম্যানেজার তন্ময় বিশ্বাস জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সম্পূর্ণ মেরামত ও নিরাপদ ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে। রেলের তরফ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যতক্ষণ না ধস সরিয়ে লাইন সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রেন চালানো সম্ভব হবে না।

এদিকে, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার রেল ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন হতেই বিভিন্ন বাসে টিকিটের কালোবাজারির অভিযোগ উঠেছে। ভলভো বাসে কলকাতা যাওয়ার টিকিট এক হাজার টাকার বদলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পেরেই শুক্রবার দফায় দফায় বিভিন্ন বাসের কাউন্টারগুলিতে অভিযান চালায় আরটিও দপ্তর। শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাসে গিয়ে দেখা যায় কলকাতা যাওয়ার কোনও সরকারি বাস নেই। যে তিন থেকে চারটি বাস ছিল তা সাত সকালেই ছেড়ে চলে গিয়েছে। ফলে শহরের রথবাড়ি এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট ওই বাস টার্মিনাসেই কলকাতা যাওয়ার জন্য গাড়ি ধরার অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে বহু মানুষকে। জেলা আরটিও দপ্তরের আধিকারিক অনুপম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনলাইনে দূর পাল্লার বাসের টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু এখন উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটেছে। ফলে কোনরকম ভাবেই কলকাতাগামী যানবাহনের ভাড়ার ক্ষেত্রে কোনরকম অতিরিক্ত টাকা না নেওয়া হয়। সেই বিষয়টি বিভিন্ন পরিবহন সংগঠনগুলির কর্মকর্তা ও কাউন্টার গুলিতে সতর্ক করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন ফরাক্কা স্টেশনের রেল লাইনের ধসের জায়গার পরিস্থিতির তদারকি করেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, আমার ট্রেনে করে কলকাতা থেকে মালদায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সড়কপথে আসতে হয়েছে। মাঝপথেই ফারাক্কায় এসে রেল কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ চলছে। আশা করছি দ্রুত ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে।

ডিভিসি জল ছাড়ায় খানাকুলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ডিভিসির জল ছাড়ায় খানাকুলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি। জলের তলায় মাড়োখানা উচ্চ বিদ্যালয়-সহ রাস্তাঘাট বাড়ি ও জমি। শুক্রবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুগলির খানাকুলে বন্যা পরিস্থিতির আরও জটিল হয়েছে। ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার পর সেই জল খানাকুলের বিভিন্ন নদ-নদীতে প্রবেশ করায় এলাকার নিচু অংশগুলিতে নতুন করে জল ঢুকতে শুরু করেছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে মাড়োখানা পঞ্চায়েত এলাকায়। জল ঢুকে পড়েছে মাড়োখানা উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্কুলের ক্লাসরুম ও গোটা বিদ্যালয় চত্বর জলের তলায় চলে যাওয়ায় আপাতত পঠনপাঠন বন্ধ রয়েছে। কবে বিদ্যালয় পুনরায় খোলা সম্ভব হবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ফেরা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'জল দ্রুত বাড়ছে। বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে হাঁটু থেকে কোমরসমান জল পেরোতে হচ্ছে। রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ। জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বেরোনোও কঠিন হয়ে পড়েছে।' মাড়োখানা থেকে পানশিউলি যাওয়ার মূল সড়কও জলের তলায় রয়েছে। প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার বিভিন্ন অংশে হাঁটু থেকে কোমরসমান জল রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে গড়েরঘাট থেকে পানশিউলি পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। কয়েকটি এলাকায় নৌকাই এখন যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। আর এক স্থানীয় বাসিন্দার বক্তব্য, 'রাস্তার উপর দিয়ে জল বইছে। বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের সমস্যা আরও বেড়েছে। অসুস্থ ব্যক্তি বা জরুরি প্রয়োজনে কাউকে নিয়ে বাইরে বেরোতে হলে নৌকার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।' নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় খানাকুলের নদীগুলিতে ফেরি পরিষেবাও বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এর ফলে নদী পারাপারের উপর নির্ভরশীল একাধিক এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ব্যাহত হয়েছে। খানাকুল-১, জগৎপুর, মাড়োখানা, সুন্দরপুর, হানুয়া, ঢলডাঙা এবং ধান্যঘোরী পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করেছে। কিছু এলাকায় একতলা বাড়িও জলের তলায় চলে গিয়েছে। জলবন্দি কয়েকটি পরিবার বাড়ির ছাদে ত্রিপল টাঙিয়ে অবস্থান করছেন। সবমিলিয়ে খানাকুলে এলাধিক গ্রাম প্লাবিত।

১ লাখের বেশি লাড্ডু ও তুলসীপাতায় কৃষ্ণের জন্মতিথি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এক লাখ এক হাজার ১০৮টি লাড্ডু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তুলসীপাতা দিয়ে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ১১টা থেকেই দুর্গাপুরের ইসকন মন্দিরে শুরু হয়েছে বিশেষ পুজোপাঠ, যজ্ঞ ও হরিনাম সংকীর্তন। সকাল গড়াতেই মন্দির চত্বরে বাড়তে থাকে ভক্তদের ভিড়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা মন্দির প্রাঙ্গণে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এবারের বিশেষ আকর্ষণ এক লাখ এক হাজার ১০৮টি লাড্ডু নিবেদন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তুলসীপাতা দিয়ে এই বিশেষ নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণকে তুলসী নিবেদন করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। সেই বিশ্বাস থেকেই জন্মতিথির এই বিশেষ দিনে তুলসীপাতা দিয়ে লাড্ডু নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে।

কসমিক সিআরএফ লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: "কসমিক টাওয়ার" ১৯, মনোহর পুকুর রোড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ।
সিআইএন: L27100WB2021PLC250447, **ইমেইল:** info@cosmiccrf.com
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ৭৯৬৪ ৭৪৯৯, **ওয়েবসাইট:** www.cosmiccrf.com

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কসমিক সিআরএফ লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর **৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম")** আগামী **২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার বিকাল ৩:০০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়ের ("ওএভিএম") মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধানসমূহ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার ("এমসিএ সার্কুলার"), ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের ১৭/২০২০, ১৫ই জুন, ২০২০ তারিখের ২২/২০২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের ৩৩/২০২০, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের ৩৯/২০২০, ২৩শে জুন, ২০২১ তারিখের ১০/২০২১, ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের ২০/২০২১, ৫ই মে, ২০২২ তারিখের ০৩/২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ১১/২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের ৯/২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৯/২০২৪, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি ('এমসিএ সার্কুলার/বিজ্ঞপ্তি') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলার")-এর সাথে পঠিত বিধানগুলি মেনে কোম্পানির এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

উপরের সার্কুলারগুলি অনুসারে, এজিএম-এর নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। এজিএম-এর ফিজিক্যাল কপি শুধুমাত্র সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হবে যাঁরা বিশেষভাবে এর জন্য অনুরোধ করবেন, তবে, আমরা শেয়ারহোল্ডারদের ইমেইলের মাধ্যমে কোম্পানির যোগাযোগ গ্রহণের বিকল্প বেছে নিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি।

এজিএম আহ্বানকারী নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তা যথাসময়ে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাঁদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত নেই, তাঁদের নিবন্ধিত ঠিকানায় এজিএম নোটিশের ওয়েবলিঙ্ক সহ একটি চিঠি পাঠানো হবে।

এজিএম-এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট https://cosmiccrf.com/, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানির এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাঁদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিং আগামী **২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে**। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ/এনটাইটেলমেন্ট তারিখ অর্থাৎ **২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সোমবার** ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিকভাবে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। যে সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাঁদের ভোট দেননি, এবং অন্যথায় ভোটদানে বারণ করা হয়নি, তাঁরা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যে সদস্যরা তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাঁদের অতিসত্ত্বর তা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে:

ক) ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে;

খ) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে:

(i) ফোলিও নম্বরের বিবরণ এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ মেসার্স এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড, টি-৩৪ ২য় ফ্লোর, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ II, নিউ দিল্লি-১১০০২০ ঠিকানায় লিখে অথবা;

(ii) রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ মেসার্স এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেডকে info@masserv.com-এ ই-মেইল পাঠিয়ে।

ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা কোম্পানির এজিএম-এর নোটিশ পাওয়ার সীমিত উদ্দেশ্যে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করতে উপরোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

কসমিক সিআরএফ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য বিক্রম বিড়লা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪/০৯/২০২৬

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN : L18100WB1991PLC099782
রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস : ৪৬ ডা. সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৪, **ফোন নং** : ৩৩ ২২৮৯৬৭০৮, ২২৮৯০১৪৮
ইমেল : info.saharahousingfina@gmail.com/info.saharahousingfina@shfcl.co.in,
ওয়েবসাইট : www.saharahousingfina.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') আগামী **সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'') / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'')**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত ৫ মে' ২০, ১৩ই জানুয়ারি' ২১, ৮ ডিসেম্বর' ২১, ১৪ ডিসেম্বর' ২১, ৫ মে' ২২, ২৫ সেপ্টেম্বর' ২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর' ২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর' ২৫ তারিখের সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত ২৮ ডিসেম্বর' ২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার (যৌথভাবে ''এমসিএ সার্কুলারস'' হিসেবে উল্লেখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত ৩ অক্টোবর' ২৪ তারিখের সার্কুলার (যৌথভাবে ''সেবি সার্কুলার'' হিসেবে উল্লেখিত) অনুসারে, কোম্পানি **৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে কোম্পানির ৩৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের আর্থিক বিবরণী সহ ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের লিঙ্ক (''বার্ষিক প্রতিবেদন'') পাঠিয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (''এমইউএফজি ইনটাইম'')-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.saharahousingfina.com-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এর প্রাসঙ্গিক বিভাগ থেকেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এমইউএফজি ইনটাইম-এর ওয়েবসাইট https://in.mpms.mufg.com-এও উপলব্ধ।

রিমোট ই-ভোটিং

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর ধারা ১০৮ এবং তার সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সভা সংক্রান্ত সিক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ('এসএস-২'), যার প্রতিটি সময়ে সময়ে সংশোধিত, সেই অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এজিএম-এর আগে এবং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধার্থে কোম্পানি এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-কে নিযুক্ত করেছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল **শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (সকাল ৯টা আইএসটি) শুরু হবে এবং রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (বিকেল ৫টা আইএসটি)** শেষ হবে। এই সময়কালে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন; এরপর ভোটিংয়ের জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি লিঙ্ক ইনটাইম দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** কোম্পানির আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের শেয়ারের অনুপাতে ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি kolkata@in.mpms.mufg.com / https://instavote.linkintime.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আগে থেকেই এমইউএফজি ইনটাইম-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যুক্ত হওয়ার এবং রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের সাবধানে তা পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যে সদস্যদের এজিএম-এর আগে বা চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা এবং/বা ভিসি/ওএভিএম সুবিধা সংক্রান্ত সহায়তার প্রয়োজন, তারা https://instameet.in.mpms.mufg.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা এমইউএফজি লিঙ্ক ইনটাইম প্রাইভেট লিমিটেড-এর শ্রী অশোক শেরুগারের সাথে (ashok.sherugar@in.mpms.mufg.com / ০২২-৪৯১৮৬০০০) যোগাযোগ করতে পারেন।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস **মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ)** বন্ধ থাকবে।

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সাধন সরকার
ডিরেক্টর
ডিন - ১০৫১৯২৩১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

সিআইএন: L10400WB1907PLC001722
নিবন্ধিত কার্যালয়: ১৭, রায় স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০
টেলিফোন নং ০৩৩৪০৬২৯১২৭
ই-মেইল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

১২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ১৭ রায় স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০২০-তে নিবন্ধিত কার্যালয় থাকা নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর ১২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), সদস্যদের কাছে প্রেরিত এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার দুপুর ১২:০০ টায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিও, ৪ এন.এস.সি বোস রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৪০ -এ অনুষ্ঠিত হবে।

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর নোটিশ সমস্ত যোগ্য সদস্যদের তাঁদের নিবন্ধিত ইমেইল ঠিকানা/ডাক ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.neelachal.co.in** -এও উপলব্ধ রয়েছে।

সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী সদস্যরা তাঁদের পক্ষে উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। সঠিকভাবে পূরণ করা প্রক্সি ফর্মটি সভার অন্তত ৪৮ ঘন্টা আগে নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য, সদস্যরা কোম্পানির সাথে **neelachalkolkata@gmail.com** -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

ফর্ম নং ইউআরসি-২

একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(খ) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ৪(১) অনুসরণক্রমে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসরণক্রমে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে যে মেসার্স নেক্সটওয়্যার এলএলপি, একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন ২০১৩ এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত করা যেতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ : বিশেষায়িত স্টোরগুলিতে পোশাকের খুচরা বিক্রয় ব্যবসা পরিচালনা করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলের খসড়া অনুলিপি এখানে পরিদর্শন করা যেতে পারে কেয়ার অফ অটো হাইটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৪এ চন্দ্র নাথ রায় রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি এই আবেদনের বিরোধিতা করলে, তারা তাদের আপত্তি লিখিতভাবে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, যার একটি অনুলিপি এলএলপি-কে অর্থাৎ প্রস্তাবিত কোম্পানিকে উপরে উল্লেখিত অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

তারিখ ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

স্বা /-
রচনা বাগারিয়া
ডেজিগনেটেড পার্টনার

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৬-এর অধীনে)
অকুল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	কর্পোরেট দেনাদারের নাম	**অকুল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট দেনাদার অন্তর্ভুক্তির তারিখ	২৮.০৭.২০০০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট দেনাদার অন্তর্ভুক্ত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পাটনা
৪.	কর্পোরেট দেনাদারের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U000748R2000PTC009369
৫.	কর্পোরেট দেনাদারের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	**নিবন্ধিত কার্যালয়** ১৩৭, এস.কে. নগর, থানা- বুদ্ধ কলোনি, পাটনা-৮০০ ০০১, বিহার **প্রধান কার্যালয়** জেএল নং ১২৪, ডি.এইচ. রোড, পোঃ- বঙ্গনগর, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৫১৩, পশ্চিমবঙ্গ এবং 76WW+729, বঙ্গনগর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫১৩।
৬.	কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি (দেউলিয়া প্রক্রিয়া) শুরুর তারিখ	০৩.০৯.২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন (দেউলিয়া সমাধান) প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আনুমানিক তারিখ	০২.০৩.২০২৭
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী রাম রতন মোদী IBBI/IPA-001/IP-P00051/2017-18/10125
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	১৬৬বি, এস.পি. মুখার্জী রোড, মার্লিন লিংকস, রুম নং ১ই এবং ২এফ, কলকাতা-৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ **ইমেইল : rrmodi@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারযোগ্য ঠিকানা এবং ই-মেইল	রিসার্জেন্ট রেজোলিউশন প্রফেশনালস এলএলপি, ২/৬ শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ৭০৮, কলকাতা-৭০০০২০ **ইমেইল : cirp.akul@gmail.com**
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭.০৯.২০২৬
১২.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা সেকশন ২১-এর সাব-সেকশন (৬এ) -এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণী, যদি থাকে	প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণীতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ	**ওয়েব লিঙ্ক www.ibbi.gov.in** যোগাযোগের ঠিকানা : ১৬৬বি, এস.পি. মুখার্জী রোড, মার্লিন লিংকস, রুম নং ১ই এবং ২এফ, কলকাতা-৭০০০২৬

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল গত ০৩.০৯.২০২৬ তারিখে অকুল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছেন।

অকুল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের পাওনাদারদের এতদ্বারা ১৭.০৯.২০২৬ তারিখে বা তার আগে দফা নং ১০ উল্লিখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে প্রামাণ্য নথিপত্র সহ তাঁদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাঁদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারেন।

এন্ট্রি নং ১২-এর বিপরীতে তালিকাভুক্ত কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর্থিক পাওনাদার, ফর্ম সিএ -তে উক্ত শ্রেণীর (শ্রেণী উল্লেখ করুন) অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য দফা নং ১৩-য় তালিকাভুক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে অনুমোদিত প্রতিনিধির জন্য তাঁর পছন্দ নির্দেশ করবেন।

দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা ধার্য হবে।

স্বা/-
(রাম রতন মোদী)
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P00051/2017-18/10125

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

টিটাগড় ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিআইএন : U36999WB2004PLC098250
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭৫৬, আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০০১০৭
ই-মেইল: corp@titagarh.in, টেলিফোন: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩

নোটিশ

এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট)-এর সেকশন ১০৮ এবং সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর সাথে পঠিত বিধান অনুসারে কোম্পানির ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) নোটিশ এবং সেই সাথে ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস প্রেরণের কাজ ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৫শে আগস্ট ২০২৬ তারিখের উক্ত নোটিশে নির্ধারিত প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সদস্যদের সম্মতি/অসম্মতি চেয়ে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) -এর কাছে যে সকল সদস্যদের ই-মেইল আইডি উপলব্ধ রয়েছে, তাঁদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের তথ্য এবং নির্দেশাবলী সম্বলিত ই-মেইল পাঠানো হয়েছে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি করা যথাক্রমে ৮ই এপ্রিল, ২০২০, ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, ৫ই মে, ২০২০, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১, ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ই মে, ২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ০২/২০২৩, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ (সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লেখিত) অনুসারে শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ২২তম এজিএম-এর নোটিশ এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাঁদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

অ্যাক্টের সেকশন ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস অনুসারে, আগামী বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বৃহস্পতিবার থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

ভোটদান প্রক্রিয়া (ইলেকট্রনিকভাবে বা অন্যথায়) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে যাচাই করার জন্য বোর্ড প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী রাজন সিং -কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলবার বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে। উপরোক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। রিমোট ই-ভোটিং চলাকালীন, কোম্পানির যে সদস্যরা কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার (কাট-অফ তারিখ) তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, কেবল তাঁরাই ইলেকট্রনিকভাবে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে তাঁদের ভোটাধিকার থাকবে।

এজিএম-এ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা (উপরোক্ত কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী) যাঁরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেননি, তাঁরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাঁদের পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করে এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের এজিএম-এর নোটিশে উল্লেখিত ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা উচিত।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি এনএসডিএল -এর সাথে evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990-এ অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

টিটাগড় ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
আকাশ সরাফ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিএফও

কলকাতা
০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬

শ্রী হরে-কৃষ্ণ স্পঞ্জ আয়রন লিমিটেড

সিআইএন: L27109WB2003PLC096152
নিবন্ধিত কার্যালয়: ফ্ল্যাট নং ২-ডি, ২য় ফ্লোর, টাওয়ার নং ১-এ, অ্যালকোভ গ্লোরিয়া যা মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণ নং ৪০৩/১, দক্ষিণদাঁড়ি রোড, ভিআইপি রোড, কলকাতা, শ্রীভূমি, উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রীভূমি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪৮ -এ অবস্থিত।
ই-মেইল: cs@shkraipur.com; **ওয়েবসাইট:** www.shkraipur.com; **ফোন:** ৯৫৮৯১১৬০৫০

২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার দুপুর ০১:০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং মোড ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ের ("ওএভিএম") মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১ এবং সেবি দ্বারা জারি করা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 এবং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (যাকে এতদপর সম্মিলিতভাবে "সার্কুলারগুলি" বলা হবে)-এর সাথে পঠিত বিধানগুলি মেনে, ০২রা সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলীর উপর কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এর আগে ইলেকট্রনিকভাবে তাঁদের ভোট দেওয়ার সুবিধার্থে রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি এজিএম-এ ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর সেকশন ১০৮ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে পরিচালিত হবে।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে:

১. ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম আহ্বানকারী নোটিশ **০৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২৬ শুক্রবার** ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shkraipur.com -এও উপলব্ধ রয়েছে।

২. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা / সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের **কাট-অফ তারিখ** হলো **২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার**। কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরাই কেবল সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার পাশাপাশি এজিএম-এ ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৩. রিমোট ই-ভোটিং পিরিয়ড **২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯:০০ টায় (আইএসটি)** শুরু হবে এবং **২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার বিকাল ০৫:০০ টায় (আইএসটি)** শেষ হবে। এরপর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার সদস্যের দ্বারা কোনো রেজোলিউশনে ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি/নির্দেশনা নোটিশে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪. একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না।

৫. যে ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পর শেয়ার অধিগ্রহণ করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার** শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি einward.ris@kfintech.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর 1800 309 4001-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

৬. এনএসডিএল হেল্পডেস্ক: এনএসডিএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, লগইন সংক্রান্ত কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হলে evoting@nsdl.co.in-এ তাঁদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং 022-4886 7000 এবং 022-2499 7000-এ কল করতে পারেন।

৭. সিডিএসএল হেল্পডেস্ক: সিডিএসএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, লগইন সংক্রান্ত কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হলে helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ তাঁদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা 1800 21 09911-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

সদস্যদের এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া বিস্তারিত নির্দেশাবলী সাবধানে পড়তে এবং অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যা রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম-এ ভোটদানের পদ্ধতি নির্দেশ করে।

শ্রী হরে-কৃষ্ণ স্পঞ্জ আয়রন লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রশ্মীত কৌর
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ: ০৪/০৯/২০২৬
স্থান: কলকাতা

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৮/১, শেক্সপিয়র সরণি, ১ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০১৭
সিআইএন: L14109WB1988PLC043934
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮১১৩৯৬/৭;
ই-মেইল: cs@umaexports.net.in; ওয়েবসাইট: www.umaexports.net.in

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সদস্যদের প্রতি নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার সকাল ১১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিডিও উপায়ের (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম নোটিশের ইলেকট্রনিক প্রেরণ ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। এজিএম-এর নোটিশ বিএসই লিমিটেডের (www.bseindia.com -এ) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (www.nseindia.com -এ) ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে। এতদ্বারা আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানি এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষিত ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, অডিটর এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর প্রতিবেদন (যাকে একত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন বলা হয়) সহ ৩৮তম এজিএম-এর নোটিশ শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে (যেমনটি প্রযোজ্য) নিবন্ধিত রয়েছে, তবে, যে সদস্যরা কোম্পানি/ডিপি-র কাছে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাঁরা সহ সমস্ত সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.umaexports.net থেকে এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ডাউনলোড করতে পারেন এবং এটি বিএসই লিমিটেডের (www.bseindia.com -এ) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (www.nseindia.com -এ) ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকতে পারে।

যে সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপি-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য এবং ই-মেইলের মাধ্যমে এজিএম নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে আমাদের cs@umaexports.net.in-এ লেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের বিস্তারিত পদ্ধতি, ই-ভোটিং ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রাপ্তি এবং এজিএম চলাকালীন রিমোটলি বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতির জন্য, সদস্যদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ এজিএম নোটিশ দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যদের এজিএম নোটিশ দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হলো:

(i) রিমোট ই-ভোটিং ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এরপর ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটদানের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে, এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকাল ৫:০০ টা)-এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(ii) কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে সদস্যদের শেয়ারের অনুপাতে তাঁদের ভোটাধিকার থাকবে।

(iii) ২৮শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সদস্যদের/বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যাঁদের নাম উপস্থিত ছিল তাঁদের সকলকে এজিএম-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন এবং ২৮শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখের পর সদস্য হয়েছেন, এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি investor@masserv.com -এ অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা +৯১ ৩৩ ২২৮১১৩৯৬/৭ নম্বরে কল করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

(iv) একবার সদস্যের দ্বারা ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, তাঁকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(v) ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী যোগ্য সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম-এ তাঁদের ভোট দিতে পারবেন।

(vi) যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাঁদের পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, একটি চিঠি যাতে ওয়েব-লিঙ্ক এবং সঠিক পাথ উল্লেখ করা হয়েছে যেখান থেকে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে, তা সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে যাঁদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপি/আরটিএ-র কাছে নিবন্ধিত নেই।

এজিএম নোটিশ সহ ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.umaexports.net.in -এ উপলব্ধ রয়েছে এবং এটি বিএসই এবং এনএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com -এ এবং www.nseindia.com -এ) এবং এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -এও উপলব্ধ রয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন (FAQs) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং: 1800 1020 990 এবং 1800 22 44 30-এ কল করতে পারেন অথবা অমিত বিশালকে evoting@nsdl.co.in -এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

এতদ্বারা আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশানুসারে
উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
স্মৃতি সিং রায়
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪-০৯-২০২৬

মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন: +৯১-৩৩-২২২৩০০১৬, **ফ্যাক্স:** +৯১-৩৩-২২২৩১৫৬৯, **ই-মেইল:** kolkata.msum@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট: www.msumindia.com, **সিআইএন:** U17124WB1939PLC128650
হেড অফিস এবং ওয়ার্কস: যোধপুর রোড, পালি - ৩০৬৪০১ (রাজস্থান)
ফোন: +৯১-২৯৩২-২২০২৮৬/২৮৮, **ফ্যাক্স:** +৯১-২৯৩২-২২১৩৩৩, **ইমেইল:** ho.msum@lnbgroup.com

৮৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৮৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার ভারতীয় প্রমাণ সময় (আইএসটি) দুপুর ১২.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ের (ওএভিএম) মাধ্যমে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস, এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৫ই মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০, ১৫ই জুন, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১, ২৩শে জুন, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১, ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১, ৫ই মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলারগুলি" হিসাবে উল্লেখিত) -এর সাথে পঠিত বিধানগুলি মেনে এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার দ্বারা জারি করা উপরোক্ত নির্দেশাবলী মেনে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, যার মধ্যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, বোর্ডের প্রতিবেদন, অডিটরদের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথিপত্র রয়েছে, পাশাপাশি ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং ধরণ নির্দেশকারী কোম্পানির ৮৬তম এজিএম-এর নোটিশ বৈদ্যুতিনভাবে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ইমেল আইডি (Email IDs) রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সদস্যরা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে ৮৬তম এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২০২৬ কোম্পানির ওয়েবসাইট লিঙ্কে https://msumindia.com/wp-content/uploads/2026/09/Maharaja-Shree-Annual-Report-2026.pdf -এ উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম -এর নোটিশ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ এবং ১৯শে মার্চ, ২০১৫ থেকে কার্যকর কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, সাধারণ সভার উপর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২)-এর ক্লজ ৭.২ এবং এমসিএ সার্কুলার এবং অন্য যেকোনো প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলার-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর বিষয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত ই-ভোটিং এজেন্সি হিসেবে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর দিনে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা প্রদান করা হবে।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সমস্ত সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে:

ক) রিমোট ই-ভোটিং পিরিয়ড ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এরপর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যে সমস্ত সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে কোম্পানির শেয়ার ধারণ করেছেন, কেবল তাঁরাই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

গ) ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) তারিখে কোম্পানিতে তাঁদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি নোটিশ পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬) আগে শেয়ার অধিগ্রহণ করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তিনি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডকে contact@mdplcorporate.com ইমেইল আইডিতে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন।

ঘ) কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬) কার্যদিবস শেষ হওয়ার পর ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেননি, তাঁরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম-এ তাঁদের ভোট দিতে পারেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। একবার সদস্যের দ্বারা ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, সদস্যকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার যদি কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ ইমেইল করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর 1800 2109911-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ দালভি, এভিপি, (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফিলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ -এর ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেইল করা যেতে পারে অথবা টোল ফ্রি নং 118002109911-এ কল করা যেতে পারে।

এতদ্বারা আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ -এর বিধানাবলী এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য রুলস অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশানুসারে
মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জিত কুমার সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A43940

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬

ইওএস-০৫ সফল উৎক্ষেপণে শুভেচ্ছা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: দেশের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইটকে জিওসিনক্রোনাস কক্ষপথে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করার জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে (ইসরো) শুভেচ্ছা জানিয়েছেন একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

উপগ্রহ ইওএস-০৫ সফল উৎক্ষেপণে অভিনন্দন মোদীর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: দেশের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইটকে জিওসিনক্রোনাস কক্ষপথে সফল ভাবে উৎক্ষেপণ করার জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে (ইসরো) অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, 'ইসরোর আরও একটি অসামান্য সাফল্য এবং আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটি মুহূর্ত।' জিওসিনক্রোনাস অরবিটে ভারতের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট ইওএস-০৫ বহনে সক্ষম জিএসএলভি-এফ১৭-এর সফল উৎক্ষেপণ হল উৎকর্ষতা, উদ্ভাবন এবং ক্রমবর্ধমান দক্ষতার প্রতিফলন। যা ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। ইসরো এবং ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব আমাদের মহাকাশ কর্মসূচিকে এক নতুন শক্তি ও বিস্তৃতি প্রদান করছে এবং সমগ্র মহাকাশ পরিমণ্ডল জুড়েই ভারতের সক্ষমতাকে প্রসারিত করছে। উল্লেখ্য, ৪ সেপ্টেম্বর রাত ০২৫৫ মিনিটে এটিকে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। ইওএস-০৫ মিশনের মূল উদ্দেশ্য হল সাব-জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে স্থাপিত উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা।

রাজনাথ সিং বলেন, 'জিওসিনক্রোনাস অরবিটে স্থাপিত ভারতের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট হিসেবে, ইওএস-০৫ আমাদের ভূ-পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে আরও মজবুত করে এবং মহাকাশ কর্মসূচির ক্রমবর্ধমান আধুনিকতাকে প্রতিফলিত করে। ইসরো এবং ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব ব্যাপক ভাবে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করছে, দেশীয় সক্ষমতাকে শক্তিশালী করছে এবং মহাকাশ সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষার জন্য নতুন পথ খুলে দিচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের জন্য আরও একটি বড় সাফল্য! ইওএস-০৫ একটি অত্যাধুনিক ভূ-পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ এবং জিওসিনক্রোনাস অরবিট থেকে ভারতের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট। এটি ভিজিবল, ইনফ্রারেড, মাল্টি-স্পেকট্রাল এবং হাইপার-স্পেকট্রাল ব্যান্ডের মতো উন্নত ইমেজিং সুবিধা প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, ভারতের মহাকাশ সক্ষমতা ক্রমাগত নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে এবং একটি গ্লোবাল স্পেস পাওয়ার হিসেবে দেশের অবস্থান আরও মজবুত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, এই সাফল্য ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের মেধা, দূরদর্শিতা এবং সক্ষমতার প্রমাণ। ইসরো এবং ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে বাড়তে থাকা সহযোগিতা মহাকাশ কর্মসূচিকে নতুন শক্তি দিচ্ছে ও প্রসার হচ্ছে। যা পুরো মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করছে।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, এই অর্জন মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জনের দিকে ভারতের ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রমাণ দেয়। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি যে উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তারও প্রতিফলন ঘটায়। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, ইওএস-০৫ বহনকারী জিএসএলভি-এফ১৭-এর সফল উৎক্ষেপণ, ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূ-পর্যবেক্ষণ সক্ষমতায় আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

উল্লেখ্য, ৪ সেপ্টেম্বর রাত ০২৫৫ মিনিটে এটিকে সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। ইওএস-০৫ মিশনের মূল উদ্দেশ্য হল সাব-জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে স্থাপিত উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা।

শুধু রাশিয়া-ইউক্রেনই শান্তির বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছতে পারে: পুতিন

৪ সেপ্টেম্বর: ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা ফের উসকে দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার তিনি বলেন, 'ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে ইতি টানার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি হয়েছে।' সেই সঙ্গে ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরামের বৈঠকে পুতিনের দাবি, রুশ শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রগুলির ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেন। আর সেই কারণেই প্রত্যাঘাতের পথে হাঁটতে হচ্ছে মস্কোকে। তবে মস্কো-কিভ শান্তিপ্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষের তেমন কোনও ভূমিকা থাকবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'শুধু রাশিয়া ও ইউক্রেনই শান্তির বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছতে পারে, অন্য দেশগুলি কেবল তাদের সমর্থন ও সহায়তা করতে পারে। রাশিয়া ও ইউক্রেনকে সবচেয়ে আগে নিজেদের মধ্যে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে হবে। তার পরে অন্য সব দেশের সমর্থন ও সহায়তার প্রশ্ন।' তবে আমেরিকা, চিন-সহ বিভিন্ন দেশ শান্তিপ্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। পুতিনের কথায়, 'যাঁরা এই সমস্যা সমাধানে অবদান রাখার চেষ্টা করছেন, আমরা তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা শুক্রবার বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে শান্তিপ্রচেষ্টা নতুন গতি পাবে।' তার কয়েক ঘণ্টা পরেই পুতিনের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'সম্প্রতি আমরা ইউক্রেনের শীর্ষকর্তাদের যে বক্তব্যগুলো শুনেছি, তা বিবেচনার যোগ্য। প্রধানত নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মাধ্যমে কিভের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। তবে তা শান্তিচুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে কি না, এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা কঠিন।' পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমের একাংশের মতে, যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে এখনও অনড় পুতিন। তাঁর 'নজর' রয়েছে ২০১৪ সালে ছিনিয়ে নেওয়া ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড ক্রাইমিয়া এবং ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের অন্যতম ভরকেন্দ্র ডোনেৎস্ক-ওব্লাস্ট এবং লুহানস্ক অঞ্চল (যাদের একত্রে ডনবাস বলা হয়)। ডনবাসের প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা বর্তমানে রাশিয়ার দখলে। গত এক বছরে ওই এলাকায় নির্ণায়ক অগ্রগতি হয়েছে রুশ বাহিনীর। এ বার ওই এলাকাকে পাকাপাকি ভাবে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে চান পুতিন।

প্রবল বৃষ্টিতে দিল্লি বিমানবন্দরে জলমগ্ন প্রবেশপথ, দুর্ভোগে যাত্রী, ব্যাহত পরিষেবা: প্রবল বৃষ্টিতে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একাধিক অংশে জল জমে চরম দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। বিমানবন্দরের প্রবেশপথের সামনের রাস্তা কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির ছবি ও ভিডিয়োয় দেখা যায়, হাঁটুজল পেরিয়ে লাগেজের ট্রলি ঠেলে গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছেন যাত্রীরা। অনেকেই জল কমার অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

শুক্রবার ভারী বৃষ্টির জেরে বিমান পরিষেবাতেও প্রভাব পড়ে। দিল্লিগামী ৫টি বিমানকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড নীচে উল্লিখিত যানগুলির বিষয়ে একটি নিলামের আয়োজন করেছে।

বিক্রয়ের জন্য যান

১) মডেল নং **MAHBLAZO48**
গাড়ির নং : **WB33F3004**
তৈরির বছর : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য :২৪,২১,৯০০

২) মডেল নং : **EICHER_PRO 6055**
গাড়ির নং : **OD35J1554**
তৈরির বছর : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ২৭,৩৭,৮০০

৩) মডেল নং : **EICHER_PRO_ 6055**
গাড়ির নং : **OD35J3295**
তৈরির বছর : ২০২৫
সংরক্ষিত মূল্য : ৩০,৪২,০০০

৪) মডেল নং : **CB_AL_BADA DOST**
গাড়ির নং : **WB136763**
তৈরির বছর : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য :৫,১৭,৫৪৯.৫

৫) মডেল নং : **MHMAXXHD**
গাড়ির নং : **WB19S6083**
তৈরির বছর : ২০২৫
সংরক্ষিত মূল্য : ৬,৬৩,৯৭৫

মেসার্স কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর কাছে দায়বদ্ধ থাকা যানগুলি **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয়ের অধীনে রয়েছে। আগ্রহী পক্ষগুলি বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তাঁদের দর জমা দিতে পারেন।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.,
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
অথবা যোগাযোগ করুন :
গৌতম সাহা - ৯৮৩৬১০৯৩১৭ /
সুমিত বর্মা - (৯৮৭৫৪০৪৮৪৭)

Tender is invited by the undersigned for the work "Temporary Arrangement of AC Machines, Lighting and DG Sets for the Coordinating Meeting of the Hon'ble Chief Minister of West Bengal with the Organizers of Community Durga Puja–2026 at Milan Mela Prangan on **07.09.2026.". Tender No: 50/IR/T/KCED/II of 2026-27.** Bid Submission end date **Up to 01.00 PM on 05/09/2026.** Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website
Sd/- B. Mandal
Executive Engineer, PWD
Kolkata Central Electrical Division

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
e-EOI No.- ADDA/ASN/ED/e-EOI-04 of 2026-2027 Dated 03.09.2026
Executive Engineer, ADDA, Asansol invite Online quoted rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E., ADDA, Asansol

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYAT
PANA : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
e-Tenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender ID No. **2026_ZPHD_5021523_1 to 2026_ZPHD_5021523_6 are dated 03-09-2026.** Last date of tender dropping **11-09-2026 up to 11.05 A.M.** and opening date of tender **14-09-2026 at 11.05 A.M.** For details plz. see the website **http://tenders.wb.gov.in** or office notice board.
Sd/- EXECUTIVE ASSISTANT
BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYAT

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১, কলকাতা

ই-নিলামের মাধ্যমে এয়ারক্রাফ্ট বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম মেসার্স পাথব্রেকিং প্রজেক্টস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(পূর্বতন অভিজিৎ প্রজেক্টস লিমিটেড) এবং অন্যান্য ওএ নং ১২৪/২০১৬

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১ (ডিআরটি-১), কলকাতা দ্বারা নিযুক্ত রিসিভার, পাথব্রেকিং প্রজেক্টস লিমিটেড-এর নিম্নলিখিত এয়ারক্রাফ্টটি "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "বিনা দায়ে" ভিত্তিতে, কোনো প্রকার প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ক্রয়ের জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে দর আহ্বান করছেন।

সম্পত্তির বিবরণ	**এয়ারক্রাফ্ট - মডেল- বোম্বার্ডিয়ার - চ্যালেঞ্জার-৬০৫, রেজিস্ট্রেশন- VT MKJ, এমএসএন - ৫৮৪৮,** তৈরির বছর- ২০১০, ইঞ্জিন- জেনারেল ইলেকট্রিক, এপিইউ - হানিওয়েল, প্রস্তুতকারক- বোম্বার্ডিয়ার (বর্তমানে নাগপুর বিমানবন্দরে (মহারাষ্ট্র) গ্রাউন্ডেড অবস্থায় আছে)
সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি পরিমাণ	**সংরক্ষিত মূল্য :** ২৯,২০,০০০ ইউএস ডলার (আইডিবিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রদত্ত বিক্রয়ের দিনে বিনিময় হার অনুযায়ী সমতুল্য আইএনআর) **ইএমডি :** ২,৯২,০০০ ইউএস ডলার (আইডিবিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রদত্ত ইএমডি জমা দেওয়ার দিনে বিনিময় হার অনুযায়ী সমতুল্য আইএনআর)
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	প্রতি বিডে ৫,০০০/- ইউএস ডলার
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ	০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
এয়ারক্রাফ্ট পরিদর্শনের তারিখ	১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার) দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত
ইএমডি সহ অফার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭ অক্টোবর, ২০২৬ বিকাল ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ	০৮ অক্টোবর, ২০২৬
ই-নিলামের সময়	দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত (আইএসটি) অনুযায়ী প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)

১. ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড** -এর মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com**-এ বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
২. আগ্রহী পক্ষগুলি শেষ তারিখের আগে ইএমডি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের শর্তহীন এবং যোগ্য অফার জমা দিতে পারে। নথিপত্র যাচাইকরণ এবং ইএমডি প্রাপ্তির পর, বিডাররা ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তাদের বৈধ ইমেইল আইডিতে (ই-অকশনের জন্য বাধ্যতামূলক) ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড পাবেন।
৩. ইচ্ছুক বিডাররা শ্রী বাসুদেব মুখার্জী, অ্যাডভোকেট/রিসিভার, মোবাইল ৯৮৩০০৩৩০৮২, ই-মেইল basudebmukherjee86@yahoo.in, শ্রী দুর্গা প্রসাদ চানাপাতি, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (টি) ০২২-৬৬২৬৩৫৬৫, মোবাইল ৯২৮২৩২২৫৫২, ই-মেইল durgaprasad_chanapati@idbi.co.in এবং শ্রী সমীর কুমার, ম্যানেজার (টি) ০২২-৬৬২৬৩৬৩১, মোবাইল ৮৩৪০৫০২২৬২, ই-মেইল samir.kumar@idbi.co.in -এর কাছ থেকে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ০৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে যেকোনো কার্যদিবসে (ব্যাঙ্কের ছুটির দিন বাদে) বিক্রয় প্রক্রিয়ার নিয়ম ও শর্তাবলী সংগ্রহ করতে পারেন। এটি আইডিবিআই ওয়েবসাইট (www.idbi.com) এবং ই-অকশন প্রদানকারীর ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com (সি১ ইন্ডিয়া প্রা. লি.) থেকেও ডাউনলোড করা যেতে পারে।
৪. আগ্রহী ক্রেতারা এয়ারক্রাফ্ট পরিদর্শনের জন্য ব্যাঙ্কের উপরোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
রিসিভার
ডিআরটি-১, কলকাতা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting E-Tender
Assistant Engineer, P.W.Dte., North Kolkata Health Sub-Division-II, online E-tender are follow / follows. NIT NO. WBPWD/AE/NKHSD-II/NIT-05e/26-27. ID: 2026_WBPWD_5021298_1. Last Date: 16.09.2026 at 01.00 p.m. Detail information will be obtained from the website http://etender.wb.nic.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., North Kolkata Health Sub-Division-II
ICA- T17095(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No.14 of 2026-2027 Tender ID : 2026_WBPWD_5021688_1. Bid submission start date 07.09.2026. Bid submission end date 14.09.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- AE/AESD.
ICA- T17088(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 77/2026-27, Tender ID-2026_WBPWD_5021780_1 : Name of Work : Supply, Installation, Testing, and Commissioning (SITC) of Glow Sign Boards along with provision for future signage expansions at HRBC Bhawan (3rd, 4th & 5th Floors and Annex Building) in connection with the Offices of the West Bengal State Commission on Atrocities and Crimes Against Women and Children, and the Commission on Institutional Corruption, West Bengal. Bid Submission End Date : 16/09/2026 up to 1:00 p.m. Website:- https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T17124(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e -Tender is invited by the Assistant Engineer, Hasnabad Sub-Division, PHE Dte. On behalf of governor of West Bengal vide Ref. No. WB/PHED/AE/HSD/NIET-7/HSD OF 2026-27 and ID: 2026_PHED_5021753_1, 2026_PHED_5021753_2 for Office & Lab MTC work. Details will be available in the web site www.tenders.wb.gov.in. Last date for submission of tender is 18.09.26 upto 10.00 a.m. Hours. Corrigendum if any will be published at the above website only. Sd/- the Assistant Engineer, Hasnabad Sub-Division, PHE Dte.
ICA- T17068(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 04/EE/ED-VI/EM/KMDA of 2026-27
Online tender is invited by Executive Engineer, ED-VI, E-M Sector, KMDA, 14, Taratala Road, Kolkata-700088, from the eligible agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Electrical equipment for safe Garaging of departmental vehicle bearing R.C. No. WB-08A-0006 at KMDA office located at 14, Taratala Road, Kolkata-700088., Rs.1,40,413/-, Rs.2,808/-, 10 days, **Last date & time of online Tender Submission:** 16.09.2026 upto 13.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-478)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17057(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 36/2026-27 (2ND CALL). Tender ID-2026_WBPWD_5021631_1 : Name of Work : SITC of New Air Conditioning machine and allied Electrical Installation work at the office of the directorate of Labour Department, WB situated at 2nd floor, A Block of New Secretariat Building, Kolkata - 700001. Bid Submission End Date : 16/09/2026 up to 1:00 p.m.; Website:- https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T17122(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIT 54/2026-27 (2ND CALL). Tender ID-2026_WBPWD_5021726_1: Name of Work : Renovation Electrical Installation Work of Hon'ble MIC Chamber of Tourism Department at 3rd Floor of New Secretariat Building. Bid Submission End Date : 16/09/2026 up to 1:00 p.m. Website:-https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T17123(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD CORRIGENDUM
Terms and conditions of the following eNITs have been modified and duly uploaded in the tender portal." Vide e-tender no. and Id i) WBPWD/EEKED/eNIT-37/26-27. Tender id : 2026_WBPWD_5019448_1. ii) WBPWD/EEKED/eNIT-38/26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5019522_1. iii) WBPWD/EEKED/eNIT-39/26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5019559_1. iv) WBPWD/EEKED/eNIT-40/26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5019790_1. v) WBPWD/EEKED/eNIT-44/26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5020320_1. Details of Tender documents incl. Corrigendum, are available at website: https://tenders.wb.gov.in Sd/-The Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata Electrical Division.
ICA- T17117(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. QUOTATION NOTICE
Tender Id. 2026_WBPWD_5021455_1
Online e-Quotation (eNIQ 07 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for Service type work. Bid submission closing (Online) 14.09.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA- T17107(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub Division-I invites e-Tender on Percentage basis vide e-Tender No. WBPWD/AE/eNIT-08/KESD-I/2026-27 for 3 (Three) nos work vide Tender ID No. 2026_WBPWD_5021605 of 2026-2027. Bid Submission Start date (online) is 05.09.2026 from 10.00 AM. Bid Submission closing date (online) is 19.09.2026 upto 11.30 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from https://wbetenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-I.
ICA- T17106(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 18/WB of 2026-27 of The Assistant Engineer, Writers' Buildins Sub-Division, PWD. For **1.** Maintenance works (S & P) at Main Block within the compound of Writers' Buildings during the year 2026-27 (For one year). **2.** Maintenance works (S & P) at Block-II, III, IV, G and CGA Building within the Writers' Buildings during the year 2026-27 (For one year). **3.** Maintenance works (S & P) at Mitra Building and Standard Building during the year 2026-27 (For one year). **4.** Making 2nos executive table, side units, chairs and other allied works at Main Block 2nd floor, within the compound of Writers' Building during the year 2026-2027. **5.** Provision for an attached washroom for Judicial Magistrate 8 th Court by alteration of Chamber and Toilet of JM 12 th Court, Calcutta at first floor of 2 nos Bankshall Court Building and allied Sanitary and plumbing works of other toilet located at 2 & 3 Bankshall Street, Kolkata - 700001 during the year 2025-26. are invited from bonafide bidders. Bid submission closing date (online) will be on 15.09.2026 at 16:00 hrs. Tender ID : 2026_WBPWD_5021920_1/2/3/4/5. Other details may be seen from the website: **http://tenders.wb.gov.in** & **http://wbpwd.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Writers' Buildings Sub-Division.
ICA- T17125(1)/2026

ময়দান

জুনিয়র প্রতিভায় ভরসা রেখে দল গঠন

প্রসেনজিতের হাত ধরে নতুন মরশুমের স্বপ্ন, সইপর্বে প্রথম ক্লাব কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট

২০২৬-২৭ মরশুমে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট টিমের জন্য প্রথম দিনই ক্রিকেটারদের সইপর্ব সেরে ফেলল কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট। ক্লাবের ক্রিকেট ইনচার্জ ও সিএবির আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে মোট ২৪ জন ক্রিকেটারের সঙ্গে সই হয় প্রথম দিন।

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন মরশুমের শুরুতেই দল গুছিয়ে ফেলল কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট। ২০২৬-২৭ মরশুমে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট টিমের জন্য প্রথম দিনই ক্রিকেটারদের সইপর্বে সেরে ফেলল ক্লাব। প্রথম দিন সই করা ক্লাবগুলির মধ্যে সবার আগে ছিল কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট। মোট ২৪ জন ক্রিকেটারের সঙ্গে সইসাবুদ সম্পন্ন হয়েছে। এই দল গড়ার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ক্লাবের ক্রিকেট ইনচার্জ ও সিএবির আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

জুনিয়র ক্রিকেটার তুলে আনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর আলাদা পরিচিতি রয়েছে কুমোরটুলি ইনস্টিটিউটে। এবারও সেই ধারায় কোনও ছেদ পড়েনি। প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে একের পর এক তরুণ প্রতিভা উঠে আসছেন। তাঁর তৈরি সৃষ্টি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকেও বহু ক্রিকেটার বাংলার ক্রিকেটে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। এবারও সেই তরুণদের উপরই ভরসা রাখছে ক্লাব। সই করা ক্রিকেটারদের মধ্যে এমন বেশ কয়েকজন জুনিয়র রয়েছেন, যাঁরা বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

সইপর্বে ক্লাবের হয়ে উপস্থিত ছিলেন সুশোভন চ্যাটার্জি, সঞ্জীব ঘোষ ও বিপ্লব দত্ত। নতুন দল নিয়ে আশাবাদী ক্লাবের কর্ণধার আমজাদ আলি। গত মরশুমে কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল। এবারও সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও ভাল ফলের লক্ষ্যে এগোতে চাইছে ক্লাব। তবে দলের সবচেয়ে বড় শক্তি যে তরুণ প্রতিভা এবং তাঁদের তৈরি করে তোলার পিছনে প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরন্তর ভূমিকা, তা বলাই যায়। নতুন মরশুমে তাঁর হাত ধরে উঠে আসা ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের দিকেই তাই থাকবে বাড়তি নজর।

শর্ত মানলেই আইএফএ শিল্ডে খেলবে মোহনবাগান, স্পষ্ট বার্তা ক্লাব সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোহনবাগান এবার আইএফএ শিল্ডে অংশ নেবে কি না, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে ফুটবলমহলে নানা আলোচনা চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনায় ইতি টেনে ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট একটি শর্ত পূরণ হলেই কেবল সবুজ-মেরুন দল ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতায় খেলবে। অর্থাৎ, আইএফএ শিল্ডে অংশগ্রহণের বিষয়ে মোহনবাগান এখনই চূড়ান্ত সম্মতি দিচ্ছে না।

গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ডের ট্রফি জিতেছিল মোহনবাগান। ফলে এবারও সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল দলটি শিরোপা রক্ষার লক্ষ্যে মাঠে নামবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্লাব কর্তারা ফুটবলারদের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করতে চান না। ডুরান্ড কাপের ফাইনাল শেষ হওয়ার পর এখন মোহনবাগান কলকাতা লিগে ব্যস্ত। আগামী সোমবার কলকাতা লিগে আবারও মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। এরপরই শুরু হবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ঘিরে প্রস্তুতি।

প্রথমে সেপ্টেম্বর মাসে আইএসএল শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আন্তর্জাতিক ফুটবল সূচির কারণে প্রতিযোগিতা পিছিয়ে অক্টোবরে শুরু হবে। ফলে সেপ্টেম্বরের শেষভাগ ও অক্টোবরের শুরুতে একাধিক প্রতিযোগিতা একসঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় আইএফএ চাইছে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শিল্ড প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সমাপ্তির নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করা হয়নি।

এই অনিশ্চয়তাই মোহনবাগানের উদ্বেগের প্রধান কারণ। দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, আইএফএ শিল্ড যদি ৬ অক্টোবরের মধ্যে শেষ করা যায়, তাহলে মোহনবাগান প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাজি। কারণ ১০ অক্টোবর থেকেই আইএসএল শুরু হয়ে যাবে। তার আগে দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় খেললে ফুটবলারদের শারীরিক ক্লান্তি বাড়বে এবং চোট-আঘাতের ঝুঁকিও অনেক বেশি থাকবে। তাই আইএফএকে আগেভাগেই টুর্নামেন্টের নির্দিষ্ট সময়সূচি জানাতে হবে বলে তিনি স্পষ্ট করেছেন। ক্লাবের মতে, আইএসএলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আগে খেলোয়াড়দের সুস্থ ও প্রস্তুত রাখা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

এদিকে কলকাতা লিগের বহুল প্রতীক্ষিত ডার্বি নিয়েও একাধিকবার সূচি বদল হয়েছে। প্রথমে ২৯ আগস্ট ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তার কয়েকদিন আগেই ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয়েছিল। তাই অল্প সময়ের ব্যবধানে আর একটি ডার্বি আয়োজন করতে রাজি হননি আয়োজকরা। পরে ৫ সেপ্টেম্বর ম্যাচ করার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও জন্মাষ্টমী এবং পরদিন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারণে পুলিশ নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুমতি দেয়নি। শেষ পর্যন্ত সব বাধা কাটিয়ে ৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার বারাসত স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের ডার্বি আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ডার্বি ঘিরে সমর্থকদের উৎসাহও তুঙ্গে। শুক্রবার বিকেল তিনটা থেকে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপের মাধ্যমে ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। ফলে দুই প্রধানের সমর্থকেরা অনলাইনে টিকিট সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। এখন নজর একদিকে কলকাতা লিগের ডার্বির দিকে, অন্যদিকে আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগানের অংশগ্রহণ নিয়ে। সবকিছুই নির্ভর করছে আয়োজকদের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ এবং ৬ অক্টোবরের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ করার নিশ্চয়তার ওপর।

শততম ম্যাচে নতুন ইতিহাসের সামনে শামি! কোন বিশেষ উপহারে সম্মান জানাবে সিএবি?

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহম্মদ শামির ক্রিকেটজীবনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এসে উপস্থিত। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তিনি খেলতে চলেছেন নিজের শততম ম্যাচ। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় দলের অন্যতম সফল পেসার হলেও বর্তমানে জাতীয় দলে তাঁর নিয়মিত সুযোগ মিলছে না। তবু ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর ধার একটুও কমেনি। তাই দলীপ ট্রফির ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের জার্সিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে নির্বাচকদের কাছে নতুন করে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন বাংলার এই অভিজ্ঞ পেসার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা

‘গুরু’র অনুপস্থিতি ও ‘শিক্ষক’ হওয়ার দৌড়

শুভজিৎ বসাক

একটি শিশুর জীবনের প্রথম প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত হয় মায়ের হাত ধরে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে চিরকাল মা-কে কেবল একজন লালন-পালনকারী হিসেবে নয়, বরং পরম ‘ গুরু ‘ হিসেবে আসনে বসানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই সম্পর্কের জায়গাটিতে এক সূক্ষ্ম অথচ গভীর পরিবর্তন এসেছে। একজন ‘শিক্ষক’ এবং একজন ‘ গুরু ‘-র মধ্যে মৌলিক ফারাক রয়েছে। শিক্ষক তিনি, যিনি সন্তানকে জাগতিক জ্ঞান দেন, অক্ষরপরিচয় ঘটান কিংবা বৈষয়িক সাফল্যের পাঠ শেখান। কিন্তু গুরু হলেন তিনি, যিনি শিশুর অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেন, আত্মিক বিকাশ ঘটান এবং জীবনের জটিল মোড়ে সঠিক ও ভুলের ফারাক চিনিয়ে দেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় মায়েরা ক্রমশ তাঁদের গুরুর সেই পরম অবস্থান হারিয়ে স্রেফ এক-একজন ‘শিক্ষক’ বা গৃহশিক্ষকের ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছেন।

চিকিৎসা ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমীক্ষা আমাদের সমাজের এই রূপান্তরের পেছনের তেতো সত্যগুলো ফুটিয়ে তুলছে। আজও আমাদের সমাজে বাল্যবিয়ে এবং অপ্রাপ্তবয়সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রবণতা কমেনি। ইউনিসেফের (ডড্ডুজ্জজঙ্খক্ক) সাম্প্রতিক সমীক্ষানুযায়ী, ভারতে প্রায় ২৭ শতাংশ মেয়ের বিয়ে এখনও আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগেই হয়ে যায় এবং তাদের একটি বড় অংশ অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেই সন্তানের জন্ম দেয়। যে মেয়েরা নিজেরাও মানসিক, শারীরিক বা বৈচারিক দিক থেকে পরিপক্ক নয়, তারা নিজেরাই এখনও জীবনের সঠিক শিক্ষা পায়নি। ফলে এই অপূর্ণ বয়সের মায়েরা সন্তানদের প্রথাগত কিছু অভ্যাস শেখাতে পারলেও, একজন ‘গুরু’ হয়ে উঠে সন্তানের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। এই অপরিণত মাতৃত্ব কেবল মা ও শিশুর স্বাস্থ্যই ঝুঁকিতে ফেলছে না, বরং অপূর্ণ শিক্ষার কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক চরম মানসিক ও নৈতিক অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি বেআইনি ভ্রূণহত্যার মতো ব্যাধি প্রমাণ করে যে আমাদের সমাজে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় কতটা গভীরে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে, আধুনিক বৈবাহিক জীবনে সামান্য মনোমালিন্য, আর্থিক টানাপোড়েন কিংবা লাগামহীন বৈষয়িক চাহিদা পূরণ না হওয়ার কারণে দ্রুত বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত এক দশকে শহরাঞ্চলে বিবাহবিচ্ছেদের হার প্রায় ৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সন্তান বিবাহিত জীবনে আবদ্ধ হওয়ার পরও মায়েদের বা অভিভাবকদের অযাচিত হস্তক্ষেপ। সহনশীলতা ও ত্যাগের শিক্ষা দেওয়ার বদলে যখন মায়েরা নিজেরাই বৈষয়িক চাহিদার মোহে পড়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করেন, তখন তাঁরা গুরুর মর্যাদা হারিয়ে স্রেফ একজন স্বার্থপর নির্দেশকের ভূমিকায় নেমে আসেন। এর সরাসরি বিষাক্ত প্রভাব পড়ছে শিশুদের কচি মনে; তারা বড় হয়ে উঠছে এক ভঙ্গুর ও অস্থির পারিবারিক পরিবেশে, যেখানে আত্মিক শান্তির চেয়ে জাগতিক চাহিদাই মুখ্য। আজকের সমাজে প্রায়ই বলা হয় যে, শিক্ষিত এবং অর্থোপার্জনকারী নারীই উন্নত পরিবারের ভিত্তি। কিন্তু কেবল উচ্চ ডিগ্রি থাকা বা সন্তানকে পড়াশোনা শিখিয়ে ভালো ফল করানোই একজন মায়ের একমাত্র কাজ হতে পারে না; সেটা হলো শিক্ষকের কাজ। একজন গুরুর কাজ হলো সন্তানকে ভালো মানুষ বানানো। কিন্তু আধুনিক ক্যারিয়ারকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অনেক উচ্চশিক্ষিত ও সফল মা-ই সন্তানকে ছোটবেলা থেকে আয়া বা ডে-কেয়ারের ভরসায় রেখে কর্মজগতে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শৈশবে মায়ের পর্যাপ্ত সাহচর্য, স্নেহ ও মানসিক সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ও মানসিক বিষণ্ণতা প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। সন্তানকে নামীদামী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া বা টিউটর রেখে দেওয়া হয়তো একজন দায়িত্বশীল ‘শিক্ষকের’ পরিচয়, কিন্তু সন্তানকে নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে নৈতিকতার পাঠ না দিলে ‘গুরু’ হিসেবে মায়ের উপস্থিতি সেখানে শূন্যই থেকে যায়।

মাতৃত্ব কোনো সস্তা অধিকার নয়, এটি একটি পরম সাধনা। সন্তানকে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া আর জীবনে বড় হওয়ার চাবিকাঠি হাতে তুলে দেওয়ার নাম মাতৃত্ব নয়; তার অন্তরের সুপ্ত চরিত্রকে বিকশিত করাই গুরুর আসল দায়িত্ব। আজকের মায়েরা সন্তানকে প্রতিযোগিতার দৌড়ে প্রথম বানাতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কেবল ‘শিক্ষক’ হয়ে উঠছেন, কিন্তু জীবনের লড়াইয়ে নীতি ধরে রাখার জন্য যে ‘ গুরু ‘-র প্রয়োজন ছিল, সেই জায়গাটি খালিই থেকে যাচ্ছে। সমাজজুড়ে আজ যে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে, তা দূর করতে হলে মায়েরা যেন কেবল বইয়ের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পুনরায় সন্তানের জীবনের পরম গুরু হয়ে উঠতে পারেন; সেই আত্মসচেতনতা ফিরে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

নোবেল বিজয়ী প্রথম ইজরায়েলি নারী

কোষের প্রাণকেন্দ্রের সন্ধানে বিজ্ঞানী অ্যাডা ইয়োনাথ

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, মানবদেহের তথা জীবনের রাসায়নিক ভিত্তি বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল এক দুর্ভেদ্য রহস্য। প্রাণ কীভাবে অণু-পরমাণুর স্তরে কাজ করে, তার সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর কারও জানা ছিল না। কিন্তু আজকের একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। আমরা এখন পারমাণবিক স্তর পর্যন্ত গিয়ে জানি, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে সম্পাদিত হয়। মানব ইতিহাসের এই যুগান্তকারী অগ্রগতির পেছনে যাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তিনি হলেন বিশ্বখ্যাত ইসরায়েলি প্রাণরসায়নবিদ ড. অ্যাডা ইয়োনাথ। গত ৩১আগস্ট সোমবার ৮৭ বছর বয়সে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি।

অ্যাডা ইয়োনাথ ১৯৩৯ সালে জেরুজালেমের এক দরিদ্র ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে অ্যাডার পরিবার আরও দুটি পরিবারের সাথে একটি অ্যাপার্টমেন্টের একটিমাত্র ঘরে ভাড়া নিয়ে থাকত। তার বাবা-মায়ের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। অ্যাডা ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রচণ্ড কৌতূহলী। সামর্থ্য বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব থাকলেও , তাঁর বাবা মা তাঁদের মেয়ের কৌতূহলকে প্রতিহত না করে সবসময়ই সমর্থন করতেন । তাঁর কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষকও তাঁর ভেতরের সুপ্ত প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই অ্যাডাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর বাবা- মাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সেই কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকার সাহায্যেই অ্যাডাকে কিন্ডারগার্টেন থেকে জেরুজালেমের একটি মর্যাদাপূর্ণ সেক্যুলার গ্রামার স্কুল ‘বেইট হাকেরেম’-এ ভর্তি করানো হয়েছিল।

ছোট থেকেই অ্যাডা নিজের জন্য আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব সব লক্ষ্য স্থির করে এগোতেন এবং তারপর ধাপে ধাপে সেগুলোতে পৌঁছানোর উপায়ও বের করতেন। তাঁর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, তখনই অ্যাডা দুটি টেবিল, একটি চেয়ার ও একটি টুল ব্যবহার করে তার পরিবারের বারান্দার উচ্চতা মাপার এক দুঃসাহসিক চেষ্টা করেন। কিন্ত সেই চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গিয়ে অ্যাডার হাত ভাঙে এবং পরীক্ষাটি মাঝপথেই স্থগিত হয়ে যায়।

অ্যাডার যখন বয়স মাত্র ১১ বছর ছিল, তখন তার বাবাকে অসুস্থতার কারনে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। একটি জটিল অপারেশনের পরে তাঁর বাবা মারা যায়। এই সময়ে তাঁর মাও অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ মাকে সাহায্য করার জন্য ঘর পরিষ্কার, ভাইবোনের দেখাশোনা এবং তাদেরকে পড়াশোনা করানোর কাজ করতেন অ্যাডা, এর পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে যেতেন। এত সমস্যার মধ্যেও স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় যথেষ্ট ভালো ফল করতেন তিনি। এই সময়ে ইসরায়েলের নিয়ম অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর মেডিকেল ফোর্সে (চিকিৎসা শাখায়) বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল তাঁকে।

এক বছর পরে অ্যাডা তার মায়ের পরিবারের কাছাকাছি থাকার জন্য তেল আবিবে চলে যান। দারিদ্র্যের মধ্যে কাটানো শৈশব তাকে কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত করে তুলেছিল কিন্ত বিজ্ঞানকে তিনি ভুলে যাননি। তেল আবিবে তিনি ‘টিচন হাদাশ’ (Tichon Hadash) হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তাঁর মায়ের পক্ষে স্কুলের ফি দেওয়া সম্ভব ছিল না। স্কুল কর্তৃপক্ষকে অর্থ দেওয়ার বদলে তিনি স্কুলের অন্য শিক্ষার্থীদের গণিত ও রসায়নের পাঠ (টিউটোরিয়াল) দেওয়া শুরু করেন এবং রসায়নের ল্যাব পরিষ্কার করার কাজও করতেন। এইভাবেই তিনি তাঁর হাই স্কুলের পড়াশোনা সফলভাবে শেষ করেন। পরবর্তীকালে

তিনি জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স থেকে তাঁর পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তাঁর পিএইচডি-র বিষয় ছিল এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি’ (X-ray crystallography)। পিএইচডি শেষ করে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে তিনি কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটি এবং বিখ্যাত এমআইটি (MIT)-তে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং বৃহৎ অণুর গঠন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

১৯৭০ সালে তিনি ইসরায়েলে ফিরে এসে ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউটে দেশের প্রথম ‘প্রোটিন ক্রিস্টালোগ্রাফি ল্যাবরেটরি’র প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়েই অ্যাডা এমন একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন, যা তৎকালীন বিজ্ঞানমহল প্রায় ‘অসম্ভব’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। অ্যাডার লক্ষ্য ছিল কোষের ভেতরে থাকা অত্যন্ত জটিল এক অঙ্গাণু ;’রাইবোসোম’ (Ribosome)-এর গঠন জানা। রাইবোসোম কি ? এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে , রাইবোসোম হলো ক্ষ্মআরএনএ এবং প্রোটিন দ্বারা গঠিত একটি ক্ষুদ্র কণা যা প্রোটিন সংশ্লেষণে বিশেষায়িত এবং কোষের অভ্যন্তরে মুক্ত অবস্থায় অথবা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে আবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় ক্ষ্ম আরও সহজ করে বললে, রাইবোসোম হলো কোষের নিজস্ব প্রোটিন তৈরির কারখানা। আমাদের ডিএনএ-তে যে জীবন-সংকেত লেখা থাকে, তাকে পড়ে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করে এই রাইবোসোম। কিন্তু এর গঠন এতটাই জটিল এবং পরিবর্তনশীল ছিল যে, তার পারমাণবিক মানচিত্র তৈরি করা অলীক কল্পনার মতো শোনাত।

তরুণ বিজ্ঞানী হিসেবে অ্যাডা কিন্ত দমে যাননি, তিনি একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাইবোসোমের গঠন বুঝতে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর গবেষণার বিখ্যাত ‘এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি’ (X-ray Crystallography) নামের জটিল পদ্ধতিটিকেই। এই পদ্ধতিতে কোনো উপাদানের স্ফটিক বা ক্রিস্টাল তৈরি করে, তার ওপর এক্স-রে ফেলে পারমাণবিক গঠন নির্ধারণ করা সম্ভব।

অ্যাডা চেষ্টা করছিলেন নতুন করে কিছু ভাবার। এই চেষ্টার জন্য অ্যাডাকে সেই সময়ে স্বপ্নবিলাসী বা বোকা ভেবেছিলেন অনেকেই । অ্যাডা

ইয়োনাথ পরে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আমাকে স্বপ্নদ্রষ্টা, কল্পনাপ্রবণ, এমনকি গ্রামের বোকা বলেও আখ্যা দেওয়া হতো। আমি পাত্তা দিতাম না। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানুষকে বোঝানো, যাতে তারা আমাকে আমার কাজ চালিয়ে যেতে দেয়।’

প্রায়, ২৫,০০০ বার চেষ্টার পর ইয়োনাথ বুঝতে পারেন প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী জীবের রাইবোসোম স্ফটিকীকরণের সময় আরও বেশি সহনশীল হয়ে পড়ে। দীর্ঘ গবেষণার পরে ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে, অ্যাডা অবশেষে জিওব্যাসিলাস স্টিয়ারোথার্মোফিলাস নামক একটি তাপসহিষ্ণু ব্যাকটেরিয়ার ক্রিস্টাল তৈরিতে সক্ষম হলেন। তাঁর পরের কাজটি ছিল ক্রিস্টালের গঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এর মধ্য দিয়ে এক্স-রে পাঠানোর একটি উপায় বের করা ।এর একমাত্র পথ ছিল ক্রায়ো-বায়ো-ক্রিস্টালোগ্রাফি। ইয়োনাথ ক্রিস্টালগুলোর স্ফটিক কাঠামো রক্ষা করার জন্য এক্স-রে করার আগে সেগুলোকে, ১৮৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইয়োনাথের সাফল্য অন্যান্য গবেষকদেরও এই প্রচেষ্টায় আকৃষ্ট করে। বেশ কিছু গবেষক ইয়োনাথের সাথে কাজে যোগ দেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে একসাথে কাজ করার পরে তাঁরা সাফল্যের শিখরে পৌঁছোন । দীর্ঘ তিন দশকের নিরলস পরিশ্রম, শত শত ব্যর্থতা এবং বিজ্ঞানীদের উপহাস সহ্য করে অবশেষে ২০০০ সালে আসে তাঁর কাঙ্খিত সাফল্য। সর্বপ্রথম ব্যাকটেরিয়ার রাইবোসোমের উভয় উপ-একককে সফলভাবে ত্রিমাত্রিকভাবে মানচিত্রায়ন করতে সক্ষম হলেন অ্যাডা ইয়োনাথ ও তাঁর সহ গবেষকেরা। এই কৃতিত্বের জন্য, অ্যাডাকে ২০০৯ সালে ক্রিস্টালোগ্রাফার ভেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণন এবং টমাস এ. স্টেইটজের সাথে যৌথভাবে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন ইসরায়েলের প্রথম নারী যিনি নোবেল সম্মান অর্জন করেছিলেন।

রাইবোসোমের এই মানচিত্র বা স্ট্রাকচার উন্মোচনের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলো কীভাবে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার রাইবোসোমকে আক্রমণ করে রোগ নিরাময় করে, তা চিকিৎসকরা স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

কোষের প্রোটিন তৈরির কারখানা ‘রাইবোসোম’-এর ত্রিমাত্রিক পারমাণবিক গঠন আবিষ্কারের পরেও ইয়োনাথ থেমে থাকেননি। ইসরায়েলের ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে থাকাকালীন তিনি তাঁর গবেষণাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরও বাস্তব ও ফলপ্রসূ প্রয়োগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউটে ল্যাবরেটরি পরিচালনার সময় ইয়োনাথ ২০টিরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিকের সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী সফলভাবে প্রদর্শন করলেন। রাইবোসোমের সাথে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ঠিক কীভাবে আবদ্ধ (bind) বা যুক্ত হয়, তার কাঠামোগত ভিত্তি তিনি উন্মোচন করেন। তাঁর এই কাঠামোগত নকশা ও গবেষণাকে ভিত্তি করেই বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা রোগজীবাণু ধ্বংসকারী আরও আধুনিক ও নতুন অ্যান্টিবায়োটিক পণ্য তৈরির পথ খুঁজে পেয়েছেন।

বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জই হলো ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা (Antibiotic Resistance) গড়ে তোলা। সম্প্রতি, অ্যাডার গবেষণার মূল ফোকাস বা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল এই জ্বলন্ত সমস্যাটির সমাধান করা। কেবল মানবদেহের রোগ নিরাময়ই নয়, অ্যাডা ইয়োনাথ মহাবিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ও মৌলিক রহস্যটি উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন জীবনের একেবারে সূচনার গল্প;কীভাবে আদি পৃথিবীতে রাইবোসোমের প্রথম অস্তিত্বে এসেছিল এবং নিষ্ক্রিয় কণা থেকে প্রোটিন তৈরি করে প্রাণের স্পন্দন শুরু করেছিল? শুনতে এটি অনেকটা রূপকথার মতো কিংবা অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের একের পর এক দুর্ভেদ্য পর্বতশৃঙ্গ জয় করা এই লড়াকু বিজ্ঞানীর কাছে জীবনের উৎস আবিষ্কারের এই মিশনটি যেন মাউন্ট এভারেস্টের মতো পরবর্তী আরেকটি চূড়া জয় করার মতোই স্বাভাবিক ও অবধারিত ছিল। কিন্ত দুর্ভাগ্য, তাঁর এই অদম্য সাধনা মাঝপথেই থেমে গেল।

চরম দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতা জয় করে অ্যাডা ইয়োনাথের এই বিজ্ঞানযাত্রা আজ বিশ্ববিজ্ঞানের এক আলোকবর্তিকায় পরিণত। তিনি বহু বছর ওয়েইজম্যান ইনস্টিটিউটের মেজর সেন্টার ফর স্ট্রাকচারাল বায়োলজির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, ইউএস ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস, আমেরিকান একাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এবং ইসরায়েল একাডেমি অফ সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজের সদস্য ছিলেন এবং অক্সফোর্ড, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ও মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিসহ বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

তার মৃত্যুতে ওয়েইজম্যান ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর অ্যালন চেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ক্ষ্মঅ্যাডা ছিলেন একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী, যিনি অন্যদের কাছে অসম্ভব বলে বিবেচিত পথ বেছে নিতে কখনো দ্বিধা করেননি এবং কয়েক দশক ধরে দৃঢ়সংকল্প, কৌতূহল ও সাহসের সাথে সেই পথে চলেছেন।

ইনস্টিটিউটের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, তার এই আবিষ্কার তআরও উন্নত অ্যান্টিবায়োটিকের বিকাশ এবং অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে।

জীবনের রহস্য উন্মোচনে অ্যাডার যে অননুকরণীয় দীর্ঘ লড়াই ছিল সেটি প্রমাণ করেছে যে, বিজ্ঞানজগতে অদম্য ইচ্ছা আর ধৈর্য থাকলে যেকোনো অদৃশ্য রহস্যেরই দেয়াল ভেঙে ফেলা সম্ভব।

লেখক: বৈদ্যুতিক প্রকৌশলি, পূর্ব রেলওয়ে।

‘শূন্য গুণিতক বৃত্ত’ বইয়ে ধরা পড়ে ভিড়ের মাঝে একলা হয়ে যাওয়ার অনুভূতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিটা মানুষ নিজের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আদতে নিঃস্ব। এই নিস্ব ভাব, নিসঙ্গ বোধ আসলে এক অনাকাঙ্ক্ষিত উপলব্ধি। উপলব্ধির থেকেও বলা ভালো এক বোধ, যার উত্থান খুব কম মানুষই চায়। কিন্তু চারপাশের ভিড়েও একলা লাগা মানুষের সংখ্যা কি আসলেই কম? সেই ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যার প্রত্যেকেরই হঠাৎ সেই বোধের একটা ক্ষণ আসে। ধীরে ধীরে তারা নিজের সেই শূন্যতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর স্বপ্নের এক বৃত্ত বানায়, যার সাথে তার অনর্গল সংলাপের খেলা চলে। সেই বৃত্ত ছোঁয়ার মরিয়া চেষ্টা করতে করতে এক দীর্ঘ সময় পার করে তার ফের বোধ হয় যাকে সে বৃত্ত ভেবেছিল তা-ও তো আসলে শূন্য। সে কেবলই অসংলগ্ন সংলাপ গুণ করে গেছে, যা জন্ম দিয়েছে অনন্ত অসীম শূণ্যের। শুধু সংলাপ গুলোর অনুরণন সেই বোকা মানুষের কাছে কবিতা আর হিসেবীর কাছে হাস্যকর শূন্য হয়ে ধরা যায়।

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় তার বই শূন্য গুণিতক বৃত্তে সেই সব অনুরণন গুলোই ধরার চেষ্টা করেছেন। শূন্যে দাঁড়ানো মানুষের কাল্পনিক কিছু সম্পর্কের বৃত্ত ও তার সাথে হতে থাকা একতরফা অনর্গল সংলাপ সমূহ আসলে এই বইয়ের কবিতারা। শূন্য গুণিতক বৃত্ত বই টার্মিনাস প্রকাশনা থেকে তার প্রথম কবিতার বই। সাম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্তান পার্কের একটি ক্যাফেতে এই বইটি উদ্বোধন হল। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য কবি অমিতাভ গুপ্ত, পরিচালক ও অভিনেতা তথাগত মুখার্জি, C.K Birla Hospital এর Internal Medicine বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা সুমন মিত্র এবং বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক ডা অভিরূপ বন্দোপাধ্যায়।

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ও বেড়ে ওঠা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগরে। পড়াশোনা প্রথমে ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশন অতপর বাগবাজার উইমেন’স কলেজ ক্যালকাটা থেকে স্নাতক। তারপর বিজনেস এডিমিনিস্ট্রেশনে স্নাকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

গঙ্গা তীরের নব্বই দশকের সবুজে ঘেরা মফস্বল ও সেখানকার মূল্যবোধ সম্বলিত ছাপোষা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনপদ, ধীরে ধীরে সেখানকার মানুষদের চারিত্রিক বদল ও সেখানকার রাজনৈতিক সমীকরণের পরিবর্তন তার শৈশব থেকে কিশোরী বেলার মননে গভীর প্রভাব ফেলে, যা পরবর্তীতে তার লেখার উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রথম কবিতা লেখার শুরু।

২০১০ সাল থেকে কলকাতায় থাকা শুরু। সেই সময় থেকেই নানান লিটল ম্যাগাজিন ও বিভিন্ন বানিজ্যিক পত্র পত্রিকায় লিখে চলেছেন।